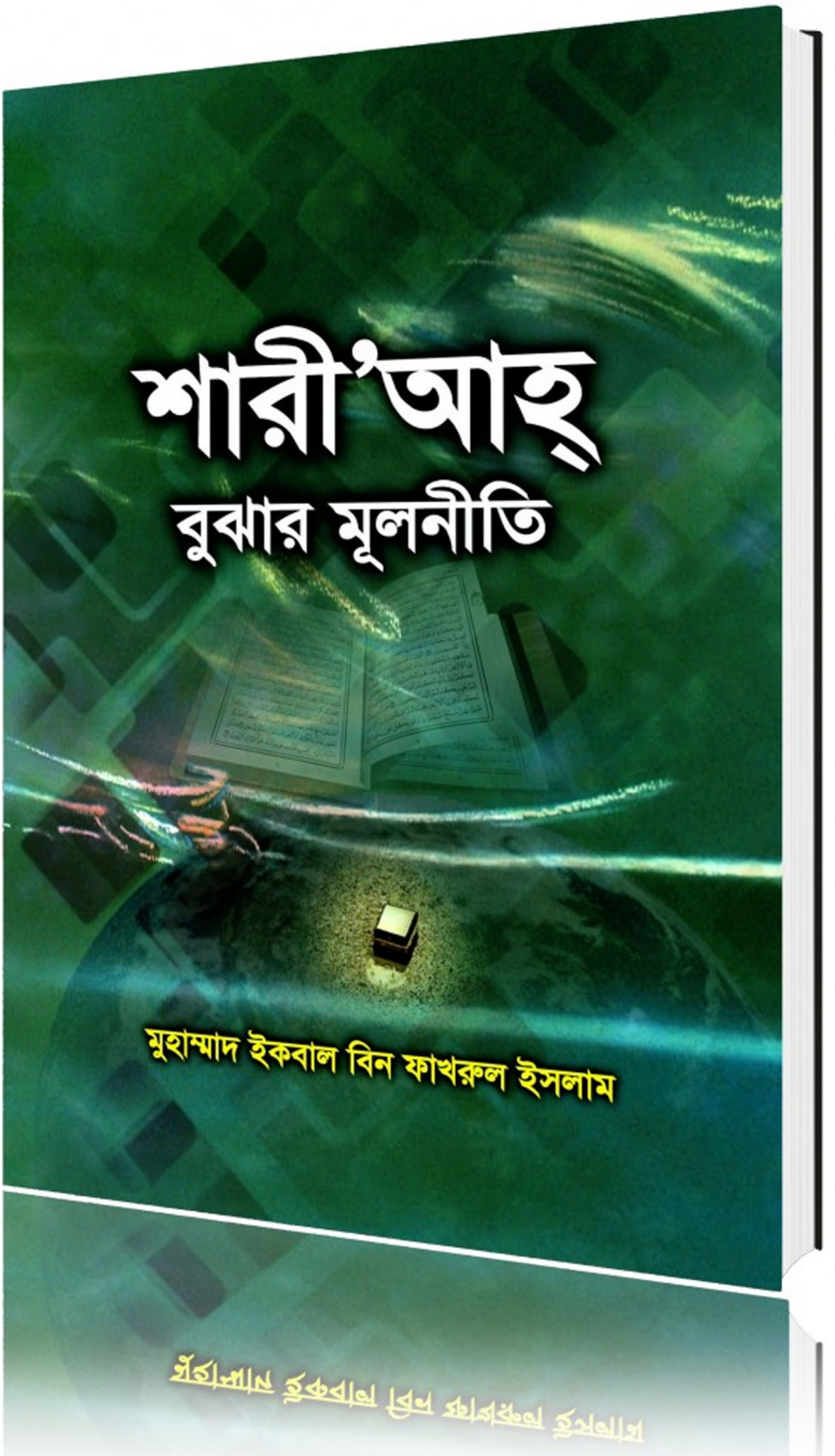
শারী'আহ্
বুঝার মূলনীতি
মুহাম্মাদ ইকবাল বিন ফাখরুল ইসলাম

শারী'আহ বুঝার মূলনীতি

গবেষক-

মুহাম্মাদ ইকবাল বিন ফাখরুল ইসলাম

মোবাইল ঃ ০১৬৮০-৩৪১১১০

প্রকাশনায়-

বাক্কাহ্ ডিটিপি হাউজ

২৯/৪, কে.এম. দাস লেন, টিকাটুলী, ঢাকা-১২০৩।

গবেষকের প্রকাশিত বইসমূহ ফ্রী ডাউনলোড করতে ভিজিট করুন-

Web : www.downloadquransoftware.com

প্রচ্ছদ ডিজাইন ও কম্পিউটার কম্পোজ-

আব্দুল্লাহ্ আরিফ

প্রকাশকাল-

জামাদিউল আউয়াল, ১৪৩৫হিঃ, এপ্রিল ২০১৪ইং

মূল্য ৪০/-

সূচিপত্র

মুসলিমদের যা মেনে চলতে হবে	৪
আল্লাহ্ যা অবতীর্ণ করেছেন	৫
কিতাব এবং হিকমাহ্'র শিক্ষক	৬
রসূলুল্লাহ্ ﷺ এর শিক্ষা যাঁদের কাছ থেকে শিখতে হবে	৭
স্বহাবাগণের মাঝে মতবিরোধ হলে করণীয়	৯
যে সকল বিষয়ের সমাধান সরাসরি কুরআন হাদিস ও স্বহাবাগণ থেকে পাওয়া যায় না	১১
কুরআনের এক আয়াত অন্য আয়াতের সাথে বিরোধী মনে হলে করণীয়	১৬
কুরআনের আয়াতের সাথে হাদিস বিরোধী মনে হলে করণীয়	১৮
রসূলুল্লাহ্ ﷺ এর এক হাদিস অন্য হাদিসের সাথে বিরোধী মনে হলে করণীয়	১৯
রসূলুল্লাহ্ ﷺ এর কথার বিপরীতে যদি কোন স্বহাবীর কথা পাওয়া যায় সেক্ষেত্রে করণীয়	২৩
সংশয়মূলক প্রশ্নের উত্তর	২৪
হাদিস শাস্ত্রের কতিপয় পরিভাষা	২৯
হাদিস গ্রহণ ও বর্জনের নীতি (উদাহরণসহ)	৩২
মুসলিমদের লক্ষ্য ও কর্মসূচি যেমন হওয়া উচিৎ	৪৩

ভূমিকা

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ

সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহর জন্য। আমরা তাঁরই প্রশংসা করি, তাঁরই নিকট সাহায্য চাই ও ক্ষমা প্রার্থনা করি। তাঁরই প্রতি আমরা ঈমান তথা বিশ্বাস রাখি এবং ভরসা করি।

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ ছাড়া সত্য কোন মা'বুদ নেই। তিনি এক ও অদ্বিতীয়। তাঁর কোন অংশীদার নেই। আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর বান্দা এবং রসূল। অতঃপর সলাত ও সালাম বর্ষিত হোক মুহাম্মাদ ﷺ এর প্রতি।

একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো শারীয়াহ বুঝার মূলনীতি। যদি এই বিষয়টি আমরা না বুঝি, তবে ইসলামী শারীয়াহ'র উপর আমল করা কঠিন হয়ে যাবে। এ কারণে আমি দালিল সহকারে এ বিষয়টি সংক্ষিপ্ত আকারে উপস্থাপন করেছি। তথাপিও মানুষ ভুলের উর্ধ্বে নয়। যদি কোনো ভাইয়ের কাছে উপস্থাপিত বিষয়গুলোর কোনো একটিও ভুল মনে হয়, তবে আমাকে অনুগ্রহপূর্বক দালিল সহকারে শুধরে দিবেন। আল্লাহ আমাদের ইসলামী শারীয়াহ বুঝার তৌফিক দান করুন। - আমীন

মুসলিমদের যা মেনে চলতে হবে

মহান আল্লাহ বলেন,

اِتَّبِعُوْا مَا اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوْا مِنْ دُوْنِهٖ اَوْلِيَاءَ...

"তোমরা মেনে চলো তোমাদের রবের পক্ষ থেকে তোমাদের নিকট যা অবতীর্ণ করা হয়েছে এবং তা (অবতীর্ণ বিষয়সমূহ) বাদ দিয়ে অন্যকোন আওলিয়াকে (আলেম/রাষ্ট্রীয় শাসক) অনুসরণ করো না..." -সূরাহ্ আ'রফ (৭), ৩।

এ আয়াতটি বলছে যে, আমাদের রব এর কাছ থেকে যা অবতীর্ণ করা হয়েছে আমাদেরকে শুধু তাই মেনে চলতে হবে। রবের কাছ থেকে যা এসেছে তা বাদ দিয়ে শারীআহ'র ব্যাপারে অন্যকোন উৎস থেকে কিছুই অনুসরণ করা যাবে না। সে উৎসটি হতে পারে কোন আলিমের দালিলবিহীন ফাতওয়া বা কোন শাসকের জারীকৃত রাষ্ট্রীয় বিধান।

আল্লাহ্ রব্বুল আলামীন আরো বলেন,

...فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَاءَهُمْ...

"...আল্লাহ্ যা অবতীর্ণ করেছেন সে মোতাবেক ফায়সালা দাও আর তাদের খেয়াল-খুশির অনুসরণ করোনা..." -সূরাহ্ মায়িদাহ্ (৫), ৪৮।

اِتَّبِعْ مَا اُوْحِيَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ...

"(হে মুহাম্মাদ;) তুমি শুধু মেনে চলো তোমার কাছে তোমার রবের পক্ষ থেকে যা ওয়াহী করা হয়েছে..." -সূরাহ্ আন'আম (৬), ১০৬।

قُلْ... اِنْ اَتَّبِعُ اِلَّا مَا يُوْحٰى اِلَيَّ...

"বল;...(হে মুহাম্মাদ;)...আমার কাছে যা (আল্লাহ্'র পক্ষ থেকে) ওয়াহী হয় আমি (শুধু) তারই অনুসরণ করি..." -সূরাহ্ আন'আম (৬), ৫০।

এ আয়াতগুলো বলছে যে, মুহাম্মাদ ﷺ -কেও আল্লাহ্ যা অবতীর্ণ করেছেন তার ভিত্তিতেই ফায়সালা করতে হত। অবতীর্ণ করা বিষয় ছাড়া অন্য কারো খেয়াল-খুশিমত ফায়সালা দেয়া যাবে না। আর তাঁর ﷺ কাছে আল্লাহ্'র পক্ষ থেকে যা অবতীর্ণ হয়েছে শুধু তাই আল্লাহ্ অনুসরণ করতে আদেশ করেছেন। আর তিনি তাই মানতেন। তাহলে রসূল ﷺ এর জন্য যদি অবতীর্ণ করা বিষয় ছাড়া অন্যকিছু অনুসরণ করা নিষেধ হয়, তাহলে যারা রসূল নয় তাদের কি অবতীর্ণ করা বিষয় ছাড়া অন্য কারো মতামত অনুসরণ করা বৈধ হবে? কক্ষনো নয়। সুতরাং, সকল মানুষকেই

শুধুমাত্র আল্লাহ্'র পক্ষ থেকে যা অবতীর্ণ করা হয়েছে তারই অনুসরণ করতে হবে, অন্যকারো মতামত নয়। একারণেই আল্লাহ্ রব্বুল আ'লামীন বলেন,

اِتَّبِعُوْا مَا اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوْا مِنْ دُوْنِهٖ اَوْلِيَاءَ...

"তোমরা মেনে চলো তোমাদের রবের কাছ থেকে তোমাদের নিকট যা অবতীর্ণ করা হয়েছে এবং তা (অবতীর্ণ বিষয় সমূহ) বাদ দিয়ে অন্যকোন আওলিয়াকে (আলেম/রাষ্ট্রীয় শাসক) অনুসরণ করো না..." -সূরাহ্ আ'রফ (৭), ৩।

শিক্ষা ঃ

১। আল্লাহ্ যা অবতীর্ণ করেছেন শুধু তাই মানতে হবে।

২। রসূল ﷺ-ও তাঁর কাছে যা অবতীর্ণ করা হয়েছে শুধু তাই মানতে বাধ্য ছিলেন এবং তাঁর ﷺ খেয়াল খুশি-মত ফায়সালা দেয়া নিষেধ ছিল।

আল্লাহ্ যা অবতীর্ণ করেছেন

মহান আল্লাহ্ বলেন,

...اَنْزَلَ اللّٰهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ...

"...আল্লাহ্ তোমার উপর অবতীর্ণ করেছেন কিতাব (কুরআন) এবং হিকমাহ্ (হাদিস)..." -সূরাহ্ নিসা (৪), ১১৩।

...مَا اَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ...

"...তিনি তোমাদের কাছে অবতীর্ণ করেছেন কিতাব (কুরআন) এবং হিকমাহ্ (হাদিস)..." -সূরাহ্ বাক্বারাহ্, (২), ২৩১।

এই আয়াত দু'টি থেকে বুঝা গেল যে, রসূলুল্লাহ্ ﷺ এর উপর শুধুমাত্র কুরআন অবতীর্ণ হয়নি, বরং আরো কিছু শারীআহ্'র হুকুমও অবতীর্ণ হয়েছিল, যা'কে আমরা হাদিস বলে জানি। এ সম্পর্কিত বর্ণনাটি লক্ষ্য করুন, আল মিকদাম ইবনু মা'দী কারীব (রা.) হতে বর্ণিত,

اَنَّهٗ قَالَ اَلَا اِنِّيْ اُوْتِيْتُ الْكِتَابَ وَمِثْلَ مَعَهٗ...

"নিশ্চয়ই রসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, জেনে রেখো আমাকে কিতাব (কুরআন) এবং তারই মতো আরো একটি বিষয় দেয়া হয়েছে...।" **-আবু দাউদ,** স্বহীহ্, অধ্যায় ঃ ৩৫, কিতাবুস্ সুন্নাহ্, অনুচ্ছেদ ঃ ৬, সুন্নাতের অনুসরণ আবশ্যক, হাদিস # ৪৬০৪।

যেহেতু কুরআন এবং হাদিস দু'টোই আল্লাহ্ নাযিল করেছেন, তাই আমাদের এই

দু'টো বিষয় থেকেই ইসলামের বিধি-বিধান শিখতে হবে।

শিক্ষা ঃ

১। আল্লাহ্ কুরআন এবং হাদিস অবতীর্ণ করেছেন।
২। শুধুমাত্র কুরআন এবং হাদিস থেকেই শারীআহ্'র জ্ঞান শিখতে হবে।

কিতাব এবং হিকমাহ্'র শিক্ষক

এসম্পর্কে আল্লাহ্ রব্বুল আলামীন বলেন,

كَمَا اَرْسَلْنَا فِيْكُمْ رَسُوْلًا مِّنْكُمْ يَتْلُوْا عَلَيْكُمْ اٰيٰتِنَا وَيُزَكِّيْكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَّا لَمْ تَكُوْنُوْا تَعْلَمُوْنَ.

"যেমন আমি তোমাদের মধ্য হতে তোমাদের কাছে একজন রসূল পাঠিয়েছি, যে আমার আয়াতগুলো পড়ে শোনায়, তোমাদেরকে শুদ্ধ করে, তোমাদেরকে কিতাব (কুরআন) এবং হিকমাহ্ (সুন্নাহ্) শিক্ষা দেয় এবং তোমাদের এমন সব বিষয় শিক্ষাদেন যা তোমরা জানতে না।" -সূরা বাক্বারাহ্ (২), ১৫১।

আল্লাহ্ রব্বুল আলামীন আরো বলেন,

لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ بَعَثَ فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِّنْ اَنْفُسِهِمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ ۚ وَاِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ.

"নিশ্চয়ই আল্লাহ্ মু'মিনদের প্রতি দয়া করেছেন যখন তাদের নিকট তাদের মধ্য থেকে একজনকে রসূল করে পাঠিয়েছেন। সে তাদেরকে আমার আয়াতগুলো পড়ে শোনায়, তাদের পবিত্র করে এবং তাদের কিতাব (কুরআন) এবং হিকমাহ্ (সুন্নাহ্) শিক্ষা দেয়। যদিও তারা পূর্বে সুস্পষ্ট গোমরাহীতে ছিল।" -সূরাহ্ আলি ইমরান (৩), ১৬৪।

দু'টি আয়াত থেকে বুঝা গেল কুরআন এবং সুন্নাহ্'র শিক্ষক রসূলুল্লাহ্ ﷺ কে করা হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহ্'র নাযিলকৃত বিষয় শিখতে হবে রসূলল্লাহ্ ﷺ এর কাছ থেকে।

আল্লাহ্ রব্বুল আলামীন আরো বলেন,

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَ اَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَ لَا تُبْطِلُوْا اَعْمَالَكُمْ.

"হে ঈমানদারগণ; তোমরা আল্লাহ্'র আনুগত্য কর এবং রসূলের আনুগত্য কর এবং (আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের ﷺ পন্থা বাদ দিয়ে অন্যকারো পন্থা মেনে) তোমাদের আমলগুলোকে নষ্ট করোনা।" -সূরাহ্ মুহাম্মাদ (৪৭), ৩৩।

এ আয়াতটি সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করছে যে, আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল ﷺ এর দেয়া নিয়ম বাদ দিয়ে অন্যকোন নিয়মে ইবাদাত করলে তা আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য হবে না। আর আল্লাহ্'র দেয়া নিয়ম জানতে হবে রসূলুল্লাহ্ ﷺ এর কাছ থেকে। কারণ সর্বশেষ আল্লাহ্'র ওয়াহী তাঁর ﷺ এর কাছেই এসেছে। অর্থাৎ রসূলুল্লাহ্ ﷺ এর দেয়া নিয়ম বাদ দিয়ে অন্যকোন নিয়মে ইবাদাত করলে আল্লাহ্ তা কবুল করবেন না।

এ আয়াতটি দ্বারা আরো বোঝা গেল যে, যেহেতু রসূলুল্লাহ্ ﷺ এর দেয়া নিয়ম বাদ দিয়ে অন্য নিয়মে ইবাদাত করলে আল্লাহ্ কবুল করবেন না তার অর্থ হচ্ছে ইসলামী শারীয়াহ্'র শিক্ষক একমাত্র মুহাম্মাদ ﷺ। যদি রসূলুল্লাহ্ ﷺ ছাড়া অন্য কেউ শিক্ষক হতে পারতো তাহলে আল্লাহ্ তাঁর রসূলের দেয়া নিয়ম বাদ দিয়ে অন্য নিয়মে ইবাদত করলে তা বাতিল ঘোষণা করতেন না। একথাতেই প্রমাণিত হচ্ছে যে, ইসলামী শারীআহ্'র শিক্ষক একমাত্র মুহাম্মাদ ﷺ।

শিক্ষা ঃ

১। ইসলামী শারীআহ্'র একমাত্র শিক্ষক মুহাম্মাদ ﷺ

২। রসূল ﷺ এর দেয়া নিয়ম বাদ দিয়ে অন্য নিয়মে ইবাদাত করলে তা আল্লাহ্'র কাছে গ্রহণযোগ্য হবে না।

রসূলুল্লাহ্ ﷺ এর শিক্ষা যাঁদের কাছ থেকে শিখতে হবে

এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ্ রব্বুল আ'লামীন বলেন,

وَالسّٰبِقُوْنَ الْاَوَّلُوْنَ مِنَ الْمُهٰجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ وَالَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُمْ بِاِحْسَانٍ ۙ رَّضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ وَاَعَدَّ لَهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ تَحْتَهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا اَبَدًا ؕ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ.

"যাঁরা প্রথম সাঁরির মুহাজির এবং আনসার এবং যাঁরা তাঁদের খাঁটিভাবে মেনে চলবে আল্লাহ্ তাঁদের প্রতি খুশি হয়েছেন এবং তাঁরাও আল্লাহ্'র প্রতি খুশি হয়ে যাবেন। তাঁদের জন্য তিনি প্রস্তুত করে রেখেছেন জান্নাত যার তলদেশে নদী প্রবাহিত, সেখানে তারা চিরকাল অবস্থান করবে। এটাই মহা-সফলতা।" -সূরাহ্ তাওবাহ্ (৯), ১০০।

আয়াতটি বলছে যে, প্রথম সাঁরির মুহাজির অর্থাৎ যাঁরা মক্কা থেকে মাদিনায় প্রথম হিজরত করেছেন এবং আনসার অর্থাৎ হিজরতকারী মুহাজিরদের যাঁরা আশ্রয় দিয়েছেন, তাঁদের (মুহাজির-আনসারদের) প্রতি আল্লাহ্ সন্তুষ্ট হয়ে গেছেন এবং

তাঁদের জান্নাত দিবেন বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন। আয়াতটি আরো বলছে যে, যারা তাঁদের (প্রথম সাঁরির মুহাজির এবং আনসারদের) খাঁটিভাবে মেনে চলবে তাঁদের প্রতি আল্লাহ্ সন্তুষ্ট হবেন এবং তাঁদের চিরস্থায়ী জান্নাতও দিবেন।

তাহলে বুঝা গেল যে, প্রথম সাঁরির মুহাজির এবং আনসারগণ যেভাবে রসূলুল্লাহ্ ﷺ এর শিক্ষা বুঝেছেন আমাদেরকেও ঠিক সেভাবেই বুঝতে হবে। কারণ, তাঁদের অনুসরণ করলেই জান্নাতে যাওয়া যাবে। তাঁরাই আমাদের জন্য আদর্শ। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ্ রব্বুল আলামীন বলেন,

وَمَنْ يُّشَاقِقِ الرَّسُوْلَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدٰى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيْلِ الْمُؤْمِنِيْنَ نُوَلِّهٖ مَا تَوَلّٰى وَ نُصْلِهٖ جَهَنَّمَ وَسَآئَتْ مَصِيْرًا.

"যে সত্যপথ প্রকাশিত হওয়ার পর রসূলুল্লাহ্ ﷺ এর বিরোধীতা করে এবং মু'মিনদের পথ বাদ দিয়ে ভিন্ন পথ অনুসরণ করে, আমি তাকে সেই পথেই ফেরাব যে পথে সে ফিরে যেতে চায় আর তাকে জাহান্নাম উপহার দেব, কত মন্দইনা সে আবাস।" -সূরাহ্ নিসা (৪), ১১৫।

এ আয়াতে বলা হয়েছে যে, যে ব্যক্তি সত্যপথ প্রকাশিত হবার পর রসূলুল্লাহ্ ﷺ এর বিরুদ্ধাচারণ করবে এবং মু'মিনদের পথ বাদ দিয়ে অন্য পথ ধরবে, তাঁকে আল্লাহ্ জাহান্নামে দিবেন। তাহলে আয়াতে উল্লিখিত এই 'মু'মিনগণ' কারা? যাঁদের পথ বাদ দিয়ে অন্য পথ ধরলেই আল্লাহ্ জাহান্নামে দিবেন।

এ আয়াতটি যখন নাযিল হয়েছিলো তখন মু'মিন হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছিলেন স্বহাবীগণ। তাই এতে বুঝতে কষ্ট হওয়ার কথা নয় এ মু'মিনগণ হলেন স্বহাবীগণ। অর্থাৎ কেউ যদি স্বহাবাগণের পথ ছেড়ে ভিন্ন পথ ধরে আল্লাহ্ তাকে জাহান্নামে দিবেন। তাই স্বহাবীগণ যেভাবে রসূলুল্লাহ্ ﷺ এর শিক্ষা বুঝেছেন সেভাবেই আমাদেরকে রসূলুল্লাহ্ ﷺ এর শিক্ষা বুঝতে হবে।

স্বহাবীগণ যেভাবে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর শিক্ষা বুঝেছেন সেভাবে বুঝ না নিলেতো তাঁদের পথ ছেড়ে অন্য পথ ধরা হবে। আর তাঁদের পথ ছেড়ে অন্য পথ ধরলেই আল্লাহ্ জাহান্নামে দিবেন।

এ সম্পর্কে আব্দুল্লাহ্ ইবনু আমর رضي الله عنه হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ... تَفْتَرِقُ اُمَّتِىْ عَلٰى ثَلَاثٍ وَسَبْعِيْنَ مِلَّةً كُلُّهُمْ فِى النَّارِ اِلَّا مِلَّةً وَاحِدَةً قَالُوْا وَمَنْ هِىَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ؟ قَالَ مَا اَنَا عَلَيْهِ وَاَصْحَبِىْ.

রসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, ...আমার উম্মাহ ৭৩ দলে বিভক্ত হবে। শুধু একটি দল ছাড়া তাদের সবাই (৭২ দল) জাহান্নামে যাবে। তাঁরা (স্বহাবীগণ) বললেন হে

আল্লাহ্‌র রাসূল ﷺ সে দলটি কোনটি ? তিনি ﷺ বললেন আমি ও আমার স্বহাবীগণ যার উপর প্রতিষ্ঠিত (সেদলটি জান্নাতে যাবে)। -**তিরমিযী,** হাসান, অধ্যায় ঃ ৩৮, কিতাবুল ঈমান, অনুচ্ছেদ ঃ ১৮, এই উম্মাতের অনৈক্য, হাদিস # ২৬৪১।

এ হাদিসে রসূলুল্লাহ্ ﷺ স্পষ্টভাবে বলেছেন, তাঁর উম্মত ৭৩ দলে বিভক্ত হবে। তাঁদের একটি দল ছাড়া ৭২ দলই জাহান্নামে যাবে। সে একটি দলের পরিচয় রসূলুল্লাহ্ ﷺ দিয়েছেন, যে দলটি আমার এবং আমার স্বহাবীদের পথে রয়েছে। অর্থাৎ রসূলুল্লাহ্ ﷺ এবং তাঁর স্বহাবাদের পথে থাকলেই জান্নাত নিশ্চিত। তাই বুঝা গেল স্বহাবাগণ যেভাবে রসূলুল্লাহ্ ﷺ এর শিক্ষা যেভাবে বুঝেছেন সেভাবেই আমাদেরকে বুঝতে হবে। তা না হলে ঐ ৭২ দলে পড়তে হবে, যে ৭২ দল জাহান্নামে যাবে।

শিক্ষা ঃ

১। রসূলুল্লাহ্ ﷺ এর শিক্ষা স্বহাবাদের থেকে শিখতে হবে।

২। প্রথম সাঁরির মুহাজির এবং আনসারগণ এই উম্মাতের সকলের জন্য আদর্শ।

৩। প্রথম সাঁরির মুহাজির এবং আনসারগণকে খাঁটিভাবে মেনে চললেই আল্লাহ্'র সন্তুষ্টি পাওয়া যাবে এবং জান্নাতও নিশ্চিত।

৪। রসূলুল্লাহ্ ﷺ এবং তাঁর স্বহাবাদের পথ ছেড়ে ভিন্ন পথ ধরলেই আল্লাহ্ জাহান্নামে দিবেন।

৫। মুহাম্মাদ ﷺ এর উম্মাত ৭৩ দলে বিভক্ত হবে। একটি দল শুধু জান্নাতে যাবে আর বাকী ৭২ দল জাহান্নামে যাবে।

৬। যে একটি দল জান্নাতে যাবে তাদের পরিচয় হচ্ছে- তাঁরা রসূলুল্লাহ্ ﷺ এবং তাঁর স্বহাবাদের পথে থাকবে।

স্বহাবাগণের মাঝে মতবিরোধ হলে করণীয়

এই বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যেহেতু কুরআন এবং হাদিস আমাদেরকে স্বহাবাগণদের পথের উপর থাকার নির্দেশ দিয়েছে। কিন্তু যখন স্বহাবাগণের মাঝেই মতবিরোধ পাওয়া যায় তখন আমরা কিভাবে তাদের অনুসরণ করবো? এই পরিস্থিতিতে মহান আল্লাহ্ বলেন,

فَاِنۡ تَنَازَعۡتُمۡ فِیۡ شَیۡءٍ فَرُدُّوۡهُ اِلَی اللّٰهِ وَالرَّسُوۡلِ اِنۡکُنۡتُمۡ تُؤۡمِنُوۡنَ

بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ؕ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا.

"...যদি তোমাদের মাঝে কোনো একটি বিষয়েও মতবিরোধ হয় তাহলে সে বিষয়টি আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূলের দিকে ফিরিয়ে দাও, যদি তোমরা আল্লাহ্ এবং আখিরাতে বিশ্বাসী হও, এটাই সুন্দরতম মর্মকথা।" -সূরাহ্ নিসা, (৪), ৫৯।

এই আয়াতটি বলছে যে, আমাদের মাঝে কোনো একটি বিষয়েও মতবিরোধ ঘটলে তা আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূলের দিকে ফিরিয়ে দিতে হবে। অর্থাৎ দেখতে হবে কার মতামতটি আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূলের সাথে মিলে যায়। যার মতামতটি আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূলের সাথে মিলবে আমরা তাঁর কথাই মানবো। ঠিক তেমনি স্বহাবাগণের মাঝে যে বিষয়ে মতভেদ দেখা যাবে সে বিষয়ে আমাদের মিলিয়ে দেখতে হবে, কোন স্বহাবীর মতামতের সাথে আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূলের মতামত মিলে যায়। যে স্বহাবীর কথা আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূলের কথার সাথে মিলবে আমরা তাঁর কথা মেনে নেব এবং যে স্বহাবীর কথার সাথে আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূলের কথার সাথে মিলবে না সেই স্বহাবীগণের কথা আমরা মানব না। (উদাহরণ) মহান আল্লাহ্ বলেন-

وَلَقَدْ رَاٰهُ نَزْلَةً اُخْرٰى.

"নিশ্চয়ই তিনি (মুহাম্মাদ) তাঁকে দ্বিতীয়বার দেখেছেন।" -সূরাহ্ নাজম্ (৫৩), ১৩

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় স্বহাবীগণ মতবিরোধ করেছেন। এই আয়াতের ব্যাখ্যায় আবু হুরাইরাহ্ ﵁ বলেন,

رَأَ جِبْرِيْلَ.

"রসূলুল্লাহ্ ﷺ জিব্রীলকে দেখেছিলেন।" **-মুসলিম,** অধ্যায় ঃ ১, কিতাবুল ঈমান, অনুচ্ছেদ ঃ ৭৭, মহান আল্লাহ্'র বাণী, নিশ্চয়ই তিনি তাঁকে দ্বিতীয়বার দেখেছেন, সূরাহ্ নাজ্ম (৫৩), ১৩, নাবী ﷺ কি মি'রাজের রাতে তাঁর রবকে দেখেছেন? হাদিস # ২৮৩/১৭৫।

কিন্তু এই আয়াতের ব্যাখ্যায় ইবনে আব্বাস ﵁ বলেন,

رَأَهُ بِفُؤَادِهِ مَرَّتَيْنِ.

"রসূলুল্লাহ্ ﷺ (তাঁর রবকে) দু'বার অন্তকরণ দ্বারাই দেখেন।" **-মুসলিম,** অধ্যায় ঃ ১, কিতাবুল ঈমান, অনুচ্ছেদ ঃ ৭৭, মহান আল্লাহ্'র বাণী, নিশ্চয়ই তিনি তাঁকে দ্বিতীয়বার দেখেছেন, সূরাহ্ নাজ্ম (৫৩), ১৩, নাবী ﷺ কি মি'রাজের রাতে তাঁর রবকে দেখেছেন? হাদিস # ২৮৫/১৭৬।

এই একই বিষয়ে দুই স্বহাবীর মতবিরোধ মিটাতে হলে দেখতে হবে কোন স্বহাবীর মতামতের সাথে আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূলের মতামত মিলে যায়। এ বিষয়ে মা আয়েশা ﵂ বলেন,

...اَنَا اَوَّلُ هٰذِهِ الْاُمَّةِ سَاَلَ عَنْ ذٰلِكَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اِنَّمَا هُوَ جِبْرِيْلُ...

"আমি এই উম্মাতের প্রথম যে, রসূলুল্লাহ্ ﷺ কে এই বিষয়ে জিজ্ঞেস করেছিলাম। তিনি ﷺ বলেন, তিনিতো ছিলেন জিব্রীল..." **-মুসলিম,** অধ্যায় ঃ ১, কিতাবুল ঈমান, অনুচ্ছেদ ঃ ৭৭, মহান আল্লাহ্'র বাণী, নিশ্চয়ই তিনি তাঁকে দ্বিতীয়বার দেখেছেন, সূরাহ্ নাজ্ম (৫৩), ১৩, নাবী (দ.) কি মি'রাজের রাতে তাঁর রবকে দেখেছেন? হাদিস # ২৮৭/১৭৭।

এই হাদিস দ্বারা বুঝা গেল যে, রসূলুল্লাহ্ ﷺ তখন আল্লাহ্'কে নন বরং জিব্রীলকে দেখেছিলেন।

অতএব, আবু হুরাইরাহ্ رضي الله عنه এর মতামত রসূলুল্লাহ্ ﷺ এর সাথে মিলেছে বিধায় আমরা তার মতামত গ্রহণ করব। কিন্তু ইবনে আব্বাস رضي الله عنه এর মতামত রসূলুল্লাহ্ ﷺ এর সাথে মিলেনি বিধায় আমরা তার মতামত মানব না।

শিক্ষা ঃ

১। স্বহাবীগণের মাঝে কোনো বিষয় নিয়ে মতভেদ ঘটলে তা আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূলের ﷺ দিকে ফিরিয়ে দিতে হবে।

২। যে স্বহাবীর কথা আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূলের সাথে মিলবে আমরা সেই স্বহাবীর কথা মেনে নিব। আর যে স্বহাবীর কথা আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূলের ﷺ বিরুদ্ধে যাবে সেই স্বহাবীর কথা আমরা মানব না।

যে সকল বিষয়ের সমাধান সরাসরি কুরআন, হাদিস ও স্বহাবাগণ থেকে পাওয়া যায় না

যুগের পরিবর্তনের সাথে সাথে আমাদের কাছে এমন অনেক বিষয় উপস্থাপিত হয় যার সমাধান কুরাআন, সুন্নাহ্ এবং স্বহাবাদের থেকে সরাসরি পাওয়া যায়না। এসকল সমস্যার সমাধান করতে গিয়ে মুজতাহিদগণদের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিয়েছে। মতবিরোধ সম্পর্কে আল্লাহ্ রব্বুল আ'লামীন বলেন,

فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ

"...যদি তোমাদের মাঝে কোনো একটি বিষয়েও মতবিরোধ হয় তাহলে সে বিষয়টি আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূলের দিকে ফিরিয়ে দাও, যদি তোমরা আল্লাহ্ এবং আখিরাতে বিশ্বাসী হও, এটাই সুন্দরতম মর্মকথা।" -সূরাহ্ নিসা, (৪), ৫৯।

আয়াতটি বলছে যে, সমস্ত মতবিরোধ মিটাতে হবে আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূল ﷺ এর

ফায়সালা দিয়ে। আর আমাদের শিক্ষক যেহেতু মুহাম্মাদ ﷺ তাই দেখতে হবে তিনি ﷺ কিভাবে ঐ সকল বিষয়ের সমাধান করেছেন যে বিষয় সম্পর্কে তাঁর ﷺ কাছে কিছুই অবতীর্ণ করা হয়নি। **(উদাহরণঃ-১)** এ সম্পর্কে আবু হুরাইরাহ্ رضي الله عنه থেকে বর্ণিত,

...قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَالْحُمُوْرُ؟ قَالَ مَا أُنْزِلَ عَلَيَّ فِي الْحُمُوْرِ شَيْءٌ إِلَّا هٰذِهِ الْآيَةُ الْفَاذَّةُ الْجَامِعَةُ فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهُ وَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهُ.

"...গাধার যাকাত সম্পর্কে রসূলুল্লাহ্ ﷺ কে জিজ্ঞেস করা হলো- হে আল্লাহ্'র রসূল ﷺ গাধা সম্পর্কে বলুন; তিনি ﷺ বললেন গাধা সম্পর্কে আমার কাছে কোনো কিছু অবতীর্ণ হয়নি। তবে **ব্যাপক অর্থবোধক** এ আয়াতটি আমার উপর অবতীর্ণ করা হয়েছে- 'যে ব্যক্তি অনুপরিমাণ একটি ভালো কাজ করবে সে তা দেখবে এবং যে ব্যক্তি অনুপরিমাণ একটি খারাপ কাজ করবে সেও তা দেখবে'-সূরাহ্ যিলযাল (৯৯), ৭ ও ৮ (আলোচ্য আয়াত দ্বারা বুঝা যায়, যে কেউ গাধার যাকাত দিবে তাও সে দেখবে অর্থাৎ সওয়াব পাবে)।" **-মুসলিম,** অধ্যায় ঃ ১২, কিতাবুয যাকাত, অনুচ্ছেদ ঃ ৬, যাকাত আদায় করতে বাধাদানকারীর অপরাধ, হাদিস # ২৪,২৬/৯৮৭।

হাদিসটি দ্বারা বুঝা যায় যে, রসূলুল্লাহ্ ﷺ যে বিষয়ে আল্লাহর কাছ থেকে ওয়াহী পাননি সে বিষয়ে তিনি ﷺ আল্লাহর ব্যাপক অর্থবোধক আয়াত দ্বারা সমাধান দিয়েছেন। তাই আমাদেরকেও রসূলুল্লাহ্ ﷺ এর পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে। যেহেতু তিনিই আমাদের শিক্ষক অর্থাৎ যেসকল বিষয়ে কুরআন, হাদীস এবং স্বহাবাগণ থেকে সরাসরি সমাধান পাওয়া যায়না সেসকল বিষয়ের সমাধান করতে হবে ব্যাপক অর্থবোধক আয়াত বা রসূলুল্লাহ্ ﷺ এর হাদিস দ্বারা। যেমন- উত্তর মেরু এবং দক্ষিণ মেরুতে ছয়মাস দিন এবং ছয়মাস রাত থাকে। ঐ স্থানের মানুষজন কিভাবে ৫ ওয়াক্ত স্বলাতের সময় নির্ধারণ করবে? যেহেতু কুরআন, সুন্নাহ্ এবং স্বহাবাদের থেকে এ বিষয়ের সরাসরি কোনো সমাধান নেই। এ মাসয়ালাটি সমাধান করতে হলে রসূলুল্লাহ্ ﷺ এর পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে অর্থাৎ ব্যাপক অর্থবোধক আয়াত বা হাদীস দ্বারা সমাধান করতে হবে। যেহেতু কুরআন এবং হাদীস রসূলুল্লাহ্ ﷺ এর উপর অবতীর্ণ করা হয়েছে। আল্লাহ্ রব্বুল আ'লামীন বলেন,

...اَنْزَلَ اللّٰهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ...

"...আল্লাহ্ তোমার উপর অবতীর্ণ করেছেন কিতাব (কুরআন) এবং হিকমাহ্ (হাদিস)..." -সূরাহ্ নিসা (৪), ১১৩।

(উদাহরণঃ-২) আন্ নাওয়াস্ বিন সামআন رضي الله عنه বলেন, রসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন,

...اَرْبَعُوْنَ يَوْمًا يَوْمٌ كَسَنَةٍ وَيَوْمٌ كَشَهْرٍ وَيَوْمٌ كَجُمُعَةٍ وَسَائِرُ اَيَّامِهِ كَاَيَّامِكُمْ قُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَذٰلِكَ الْيَوْمُ الَّذِىْ كَسَنَةٍ اَتَكْفِيْنَا فِيْهِ صَلَاةُ يَوْمٍ ؟ قَالَ لَا اقْدُرُوْا لَهُ قَدْرَهُ...

(দাজ্জাল) পৃথিবীতে চল্লিশ দিন অবস্থান করবে আর তার একটি দিন এক বছরের সমান হবে, একটি দিন হবে এক মাসের সমান লম্বা, একটি দিন এক সপ্তাহের সমান হবে এবং বাকী দিনগুলি প্রায় তোমাদের দিনগুলির সমপরিমাণ হবে। আমরা বললাম হে আল্লাহ্'র রসূল ﷺ যেদিনটি এক বছরের সমান লম্বা হবে তাতে আমাদের একদিনের (৫ওয়াক্তের) স্বলাতই কি যথেষ্ট হবে ? তিনি ﷺ বললেন, না। বরং তোমরা (দিন রাতের ২৪ঘন্টা হিসেবে) অনুমাণ করে স্বলাত আদায় করতে থাকবে।"

-মুসলিম, অধ্যায় ঃ ৫৪, বিভিন্ন ফিতনাহ্ ও ক্বিয়ামাতের লক্ষণসমূহ, অনুচ্ছেদ ঃ ২০, দাজ্জালের বর্ণনা, তার পরিচয় এবং তার সাথে যা থাকবে, হাদিস # ১১০/২৯৩৭, **আবু দাউদ,** স্বহীহ, অধ্যায় ঃ ৩২, যুদ্ধ-সংঘর্ষ, অনুচ্ছেদ ঃ ১৩, ফোরাতের খনিজ সম্পদ উন্মুক্ত হওয়া সম্পর্কে, হাদিস # ৪৩২১, **তিরমিযী,** স্বহীহ, অধ্যায় ঃ ৩১, কলহ ও বিপর্যয়, অনুচ্ছেদ ঃ ৫৯, হাদিস # ২২৪০, **ইবনু মাজাহ্,** স্বহীহ, অধ্যায় ঃ ৩৫, কিতাবুল ফিতনাহ্, অনুচ্ছেদ ঃ ৩৩, দাজ্জালের ফিতনাহ্, ঈসা ইবনু মারইয়াম, ইয়াজুজ ও মাজুজ বের হওয়া, হাদিস # ৪০৭৫, (হাদিসটি মুসলিমের বর্ণনা)।

হাদিসটি দ্বারা বুঝা যায় যে, দাজ্জালের সময় পৃথিবীতে স্বাভাবিকভাবে দিন-রাত্রি আসবে না বরং দিন-রাত্রি দীর্ঘায়িত হবে। ঐ পরিস্থিতিতে রসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন যে, অনুমাণ করে হিসেব করে নিতে হবে। অর্থাৎ কত সময় পরপর স্বলাতের সময় হতে পারে ঐভাবেই স্বলাত আদায় করতে হবে। অতএব, উত্তর মেরু এবং দক্ষিণ মেরুতে যে দিন এবং রাত্রি দীর্ঘায়িত সেখানে দাজ্জালের সময়ের পরিস্থিতির সাথে মিল রয়েছে। অর্থাৎ দাজ্জালের সময় দিন এবং রাত্রি দীর্ঘায়িত হবে এবং উত্তর মেরু ও দক্ষিণ মেরুতে দিন এবং রাত্রি দীর্ঘায়িত হচ্ছে। আর দিন এবং রাত্রি দীর্ঘায়িত হলে রসূলুল্লাহ্ ﷺ সমাধান দিয়েছেন, হিসেব করে নিতে হবে, কত সময় পরপর স্বলাতের সময় হয়। তাই উত্তর মেরু এবং দক্ষিণ মেরুতে কত সময় পরপর স্বলাতের সময় হবে তা হিসেব করে আদায় করতে হবে।

কুরআনের আয়াত বা হাদিসের ব্যাপক অর্থবোধক ইঙ্গিত নেওয়ার ক্ষেত্রে বিশেষভাবে লক্ষণীয়

লক্ষ্য রাখতে হবে, কুরআনের আয়াত বা হাদিসের ব্যাপক অর্থবোধক ইঙ্গিত নিতে গিয়ে যেন কুরআনের অন্য আয়াত বা হাদিসের বিরোধী না হয়। অর্থাৎ এমনভাবে ব্যাখ্যা করতে হবে। যেন এক আয়াত অন্য আয়াতের বা এক হাদিস অন্য হাদিসের বা আয়াত যেন হাদিসের বিরোধী না হয়। কারণ মহান আল্লাহ্ রব্বুল আ'লামীন বলেন,

اَفَلَا يَتَدَبَّرُوْنَ الْقُرْاٰنَ ؕ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللّٰهِ لَوَجَدُوْا فِيْهِ اخْتِلَافًا كَثِيْرًا.

যদি এ কুরআন আল্লাহ্'র পক্ষ থেকে না আসতো তবে তাতে (কুরআন) অনেক মতবিরোধ থাকতো (অর্থাৎ এক আয়াত আরেক আয়াতের বিরোধী হতো)। -সূরাহ্ নিসা (৪), ৮২।

আয়াতটি দ্বারা বুঝা যায় যে, কুরআনের এক আয়াত আরেক আয়াতের বিরোধী হবে না। কারণ, তা আল্লাহ্'র পক্ষ থেকে এসেছে।

তাই যদি কোনো আয়াত দ্বারা এমন ব্যাখ্যা দেয়া হয় যা অন্য আয়াতের বিরোধী হয় তাহলেতো চরম ভুল হবে। কারণ, কুরআনের আয়াতের মধ্যে কোনো বিরোধ নেই তেমনিভাবে হাদিসেও বিরোধী নেই। আল মিকদাম ইবনু মা'দী কারীব ﵁ হতে বর্ণিত,

اَنَّهُ قَالَ اَلَا اِنِّیْ اُوْتِیْتُ الْکِتَابَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ...

"নিশ্চয়ই রসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, জেনে রেখো আমাকে কিতাব (কুরআন) এবং তারই মতো আরো একটি বিষয় দেয়া হয়েছে...।" **-আবু দাউদ,** স্বহীহ্, অধ্যায় ঃ ৩৫, কিতাবুস্ সুন্নাহ্, অনুচ্ছেদ ঃ ৬, সুন্নাতের অনুসরণ আবশ্যক, হাদিস # ৪৬০৪।

যেহেতু রসূলুল্লাহ্ ﷺ হাদিসকে কুরআনের মতই উল্লেখ করেছেন তাই আমাদের বুঝে নিতে হবে যে, কুরআনের এক আয়াত যেমন অন্য আয়াতের সাথে বিরোধী হয় না তেমনি গ্রহণযোগ্য এক হাদীস অন্য গ্রহণযোগ্য হাদিসের সাথেও বিরোধী হবে না। কারণ, হাদিসগুলিও আল্লাহ্'র ওয়াহী। এ সম্পর্কে আল্লাহ্ রব্বুল আ'লামীন বলেন,

...اَنْزَلَ اللّٰهُ عَلَیْکَ الْکِتَابَ وَ الْحِکْمَةَ...

"...আল্লাহ্ তোমার উপর অবতীর্ণ করেছেন কিতাব (কুরআন) এবং হিকমাহ্ (হাদিস)..." -সূরাহ্ নিসা (৪), ১১৩।

আয়াতটি বলছে যে, কুরআন এবং হাদিস দুটোই আল্লাহ্'র কথা। মূলত পারিভাষিক অর্থে হাদিসকে রসূলুল্লাহ্ ﷺ এর কথা বলা হয়। তাই এমনভাবে ইসলামী শারীআহ্'র ব্যাখ্যা করতে হবে যেন আল্লাহ্'র একটি কথা অন্য আরেকটি কথার সাথে বিরোধী না হয়। **(উদাহরণ)** সিয়াম (রোজা) রাখা বিষয়ে আল্লাহ্ বলেন,

...اَتِمُّوا الصِّیَامَ اِلَی الَّیْلِ...

"...তোমরা সিয়াম রাখ রাত্রি আগমণ পর্যন্ত..." -সূরা বাক্বারাহ্, (২), ১৮৭।

এ আয়াত দিয়ে কেউ যদি বলে রাত্রিতো গভীর অন্ধকার হলে হয়, তাই সিয়াম রাখতে হবে গভীর অন্ধকার হওয়া পর্যন্ত। তবে এ ব্যাখ্যাটি চরম ভুল হবে। কারণ, ব্যাখ্যাটি কুরআনেরও বিরোধী এবং হাদিসেরও বিরোধী। এ সম্পর্কে আল্লাহ্ বলেন,

وَالَّيْلِ اِذَا يَغْشٰهَا.

শপথ রাতের যখন তাকে (সূর্যকে) ঢেকে ফেলে। -সূরাহ্ শামস্ (৯১), ৪।

আয়াতটি দাবী করছে রাত সূর্যকে ঢেকে ফেলে অর্থাৎ সূর্য ডুবলেই রাত হয়, গভীর অন্ধকার হলে নয়। তাহলে বুঝা গেল যে, সূর্য ডোবার সাথে সাথেই সিয়াম ভঙ্গ করতে হবে, গভীর অন্ধকার হলে নয়। গভীর অন্ধকার না হওয়া পর্যন্ত সিয়াম পালন করার ব্যাখ্যাটি ভুল হওয়ার কারণ হলো এটি কুরআনের অন্য আয়াতের এবং হাদিসের সাথে বিরোধী।

অতএব, ইজতিহাদ (গবেষণা) করে যে সকল মাসয়ালা বের করা হয়, তা অনুসরণের পূর্বে জানতে হবে সেই মাসয়ালাটি ওয়াহীর সাথে ওয়াহীর (কুরআন ও হাদিস) বিরোধী হয় কি'না। যদি তা জানা সম্ভব না হয় তবে, সাময়িকভাবে তা অনুসরণ করা যেতে পারে। যখনি সেই ইজতিহাদ ভুল প্রমাণিত হবে তখনি সেই ভুল ইজতিহাদটির অনুসরণ পরিত্যাগ করতে হবে। এক্ষেত্রে আমরা পূর্ববর্তী ইমামগণের ইজতিহাদ থেকে সহযোগীতা নিতে পারি।

শিক্ষা ঃ

১। যে সকল বিষয়ের সমাধান কুরআন, হাদীস এবং স্বহাবাদের থেকে সরাসরি সমাধান পাওয়া যায়না। সেক্ষেত্রে ঐ বিষয়ের সাথে সাদৃশ্য রাখে এমন ব্যাপক অর্থবোধক আয়াত বা হাদীস থেকে সমাধান নিতে হবে।

২। এমনভাবে ব্যাখ্যা নিতে হবে যেন এক আয়াত অন্য আয়াতের বা এক হাদীস অন্য হাদিসের অথবা কুরআনের আয়াত হাদীসের বিরোধী না হয়।

৩। রসূলুল্লাহ্ ﷺ যে বিষয়ে ওয়াহী পাননি সে বিষয়ে ব্যাপক অর্থবোধক আয়াত দ্বারা গবেষণা করেছিলেন।

৪। কুরআনের এক আয়াত অন্য আয়াতের বিরোধী হবে না। ঠিক একইভাবে গ্রহণযোগ্য এক হাদিস অন্য গ্রহণযোগ্য হাদিসের বিরোধী হবে না।

কুরআনের এক আয়াত অন্য আয়াতের সাথে বিরোধী মনে হলে করণীয়

এই বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যদি কখনো কুরআনের এক আয়াতের সাথে আরেক আয়াতের বিরোধ মনে হয় তাহলে এমনভাবে বুঝ নিতে হবে যাতে করে দু'টি আয়াতেরই দাবী ঠিক থাকে। কারণ, কুরআনের এক আয়াতের সাথে অন্য আয়াতের মূলতঃ কোন বিরোধ নেই। এ সম্পর্কে আল্লাহ্ রব্বুল আলামীন বলেন,

اَفَلَا يَتَدَبَّرُوْنَ الْقُرْاٰنَ ؕ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللّٰهِ لَوَجَدُوْا فِيْهِ اخْتِلَافًا كَثِيْرًا.

"যদি এ কুরআন আল্লাহ্'র পক্ষ থেকে না আসত তাহলে তাতে (কুরআনে) অনেক মতবিরোধ থাকতো।" -সূরাহ্ নিসা (৪), ৮২।

এ আয়াতের দাবী অনুযায়ী নিঃসন্দেহে কুরআনের এক আয়াতের সাথে অন্য আয়াতের বিরোধী হয় না।

(উদাহরণ ঃ ১) মহান আল্লাহ্ রব্বুল আলামীন বলেন,

لَا تُدْرِكُهُ الْاَبْصَارُ...

"কোন দৃষ্টি শক্তি তাঁকে (আল্লাহকে) আয়ত্ব করতে (দেখতে) পারে না।" -সূরাহ্ আন'আম (৬), ১০৩।

এ আয়াতে আল্লাহ্ বলেছেন যে, কোন চোখেরই ক্ষমতা নেই আল্লাহকে দেখার। কিন্তু আল্লাহ্ অন্য আয়াতে বলেন-

وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ ۙ اِلٰى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ.

"সেদিন যাদের মুখমণ্ডল উজ্জল হবে তারা তাদের রবকে (আল্লাহকে) দেখবে।" -সূরাহ্ ক্বিয়ামাহ্ (৭৫), ২২-২৩।

এ আয়াতে আল্লাহ্ বলেছেন, আখিরাতের দিন যাদের মুখমণ্ডল উজ্জল হবে তারা তাঁকে (আল্লাহকে) দেখতে পারবে। **তাহলে এক আয়াতে আল্লাহ বললেন তাঁকে (আল্লাহকে) কোন চোখ দেখতে পারবে না আবার অন্য আয়াতে বললেন আখিরাতের দিন তারা তাঁকে (আল্লাহকে) দেখবে।** এখন দু'টি আয়াত আমাদের কাছে বিরোধী মনে হচ্ছে। কিন্ত আসলে তা নয়। দু'টি আয়াতের চমৎকার একটি ব্যাখ্যা রয়েছে।

তা হলো **পৃথিবীর জীবনে** আল্লাহকে কেউ দেখতে পারবে না। এই কথাই আল্লাহ্ সূরাহ্ আনআম (৬), ১০৩নং আয়াতে বুঝিয়েছেন। আর যারা নেককার ব্যক্তি তারা

আল্লাহ্‌কে জান্নাতে গিয়ে দেখতে পারবেন। এই কথাটি সূরাহ্ ক্বিয়ামাহ্ (৭৫), ২২-২৩নং আয়াতে বুঝানো হয়েছে।

এইভাবে বুঝ নিলে আয়াত দু'টির মাঝে কোনো বিরোধ থাকে না। ঠিক এইভাবেই কুরআনের এক আয়াতের সাথে অন্য আয়াতের বিরোধী মনে হলে এমনভাবে বুঝ নিতে হবে, যাতে করে দু'টি আয়াতের দাবীই ঠিক থাকে।

এখানে আরো একটি বিষয় পরিষ্কার করা দরকার। তাহলো বাহ্যিক অর্থে বিরোধী দু'টি আয়াতের দাবী ঠিক রাখার পূর্বে দেখতে হবে। আয়াত দু'টির কোনো একটিও কি রহিত হয়েছে কি'না।

(উদাহরণ ঃ ২) মহান আল্লাহ্ তায়ালা বলেন,

...وَمَا اَدْرِىْ مَا يُفْعَلُ بِىْ...

"আমি জানিনা আমার সাথে কিরূপ আচরণ করা হবে..." -সূরাহ্ আহক্বফ, ৪৬/৯

এই আয়াতটি বলছে যে, রসূলুল্লাহ্ ﷺ জানেন না তাঁর সাথে কেমন আচরণ করা হবে। অর্থাৎ আয়াতটি থেকে বুঝা যায় যে, রসূলুল্লাহ্ ﷺ কে দুঃশ্চিন্তাগ্রস্থ করা হয়েছে। এ আয়াতটি রহিত (মানসুখ) হয়েছে নিম্নোক্ত আয়াতটি দ্বারা। মহান আল্লাহ্ তায়ালা বলেন,

لِيَغْفِرَ لَكَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَاَخَّرَ...

"আমি তোমার সামনের ও পেছনের সকল গুণাহ্ মাফ করে দিয়েছি"-সূরাহ্ ফাতাহ্, ৪৮/২

এই আয়াত থেকে বুঝা যায় যে, রসূলুল্লাহ্ ﷺ সম্পূর্ণ চিন্তামুক্ত। কারণ যাঁর সকল গুনাহ্ মাফ হয়ে যায় তাঁর জন্য জান্নাত সুনিশ্চিত।

তাহলে বুঝা গেল যে, এখানে দু'টি আয়াতের দাবী বহাল রাখা যাবে না। কারণ, আল্লাহ্ নিজেই একটি আয়াতের দাবী বাদ দিয়েছেন। বরং যে আয়াতগুলি আল্লাহ্ রহিত করেননি সে সকল আয়াতের দাবী অবশ্যই বহাল রাখতে হবে।

শিক্ষা ঃ

১। কুরআনের এক আয়াতের সাথে অন্য আয়াতের বিরোধী মনে হলে এমনভাবে ব্যাখ্যা নিতে হবে যাতে করে উভয় আয়াতের দাবী ঠিক থাকে।

২। বাহ্যিক অর্থে বিরোধপূর্ণ উভয় আয়াতের দাবী ঠিক রাখার পূর্বে দেখতে হবে কোন আয়াত রহিত হয়েছে কি'না। যদি কোনো আয়াত রহিত হয় তাহলে উভয় আয়াতের দাবী ঠিক রাখা যাবে না। বরং শেষে অবতীর্ণ আয়াতের দাবীটিই বহাল রাখতে হবে।

কুরআনের আয়াতের সাথে হাদিস বিরোধী মনে হলে করণীয়

এ বিষয়টি অনেক গুরুত্বপূর্ণ। **কোন কোন মুসলিম ভাই বলে থাকেন যে, কুরআনের আয়াতের সাথে হাদিস বিরোধী মনে হলেই হাদিস বাদ দিতে হবে।** ঐ সকল মুসলিম ভাইদের আল্লাহ্ সঠিক বুঝ দান করুন। তাদের দাবী সম্পূর্ণই ভুল। কারণ, কুরআনের সাথে গ্রহণযোগ্য হাদিস কখনই বিরোধী হবে না। বাহ্যিক দৃষ্টিতে আমাদের কাছে তা মনে হতে পারে। কিন্তু সঠিকভাবে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, হাদিস কখনই কুরআনের বিরোধী হয় না। **(উদাহরণ)** আহলে কুরআনরা (হাদিস অস্বীকারকারীরা) বলে থাকে যে, কুরআনে আছে, মহান আল্লাহ্ বলেন,

...اَتِمُّوا الصِّيَامَ اِلَى الَّيْلِ...

"তোমরা রাত্রি আগমণের পূর্ব পর্যন্ত সিয়াম পালন করো।" -সূরা বাক্বারাহ্ (২), ১৮৭।

এই আয়াতে আল্লাহ্ বলছেন যে, রাত্রির আগমন পর্যন্ত সিয়াম (রোজা) পালন করতে। আর রাত্রিতো হয় অন্ধকার হলে। অথচ হাদিসে অন্ধকার হওয়ার আগেই সূর্য ডোবার পূর্ব পর্যন্ত সিয়াম পালন করতে বলেছে। হাদিসটি লক্ষ্য করুন-

"ওমার ইবনে খাত্তাব رضي الله عنه হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন,

اِذَا اَقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ هَا هُنَا اَدْبَرَ النَّهَارُ مِنْ هَا هُنَا وَغَرَبَتْ شَمْسُ فَقَدْ اَفْطَرَ الصَّائِمُ...

"যখন রাত সেদিক হতে ঘনিয়ে আসে ও দিন এদিক হতে চলে যায় এবং সূর্য ডুবে যায়। তখন সিয়াম পালনকারী ইফতার করবে (অর্থাৎ সিয়াম ভঙ্গ করবে)।" **-বুখারী,** অধ্যায় ঃ ৩০, কিতাবুস সিয়াম, অনুচ্ছেদ ঃ ৪৩, সায়িমের জন্য কখন ইফতার করা বৈধ, হাদিস # ১৯৫৪।

অর্থাৎ হাদিসটি কুরআনের বিপক্ষে গিয়েছে বলে মনে হচ্ছে, কিন্তু আসলে তা নয়। উল্লিখিত কুরআনের আয়াত এবং হাদিসের বাহ্যিক বিরোধ মিটানো খুব সহজ। এ জন্য আমাদের প্রথমেই জানতে হবে, আরবরা কখন থেকে রাত হিসেব করে। এ সম্পর্কে আরবী টু আরবী ডিকশনারী মু'জামুল ওয়াসীতে বলা হয়েছে,

هُوَ مِنْ مَّغْرِبِ الشَّمْسِ اِلَى طُلُوْعِهَا

অর্থ ঃ (রাত হলো) সূর্য ডোবার পর থেকে সূর্য উদয়ের পূর্ব পর্যন্ত সময়"

এ সম্পর্কে কুরআনও একই কথা বলেছে। মহান আল্লাহ্ বলেন,

وَالَّيْلِ اِذَا يَغْشٰهَا.

"শপথ রাতের যখন তাকে (সূর্য) ঢেকে ফেলে।" -সূরাহ্ শামস্ (৯১), ৪।

এই আয়াতটি সুস্পষ্টভাবে বলছে যে, সূর্য ডুবলেই রাত। তাহলে বুঝা গেল যে, রসূলুল্লাহ ﷺ কুরআনের নির্দেশ অনুযায়ী রাত্রি আগমণের পূর্ব পর্যন্তই সিয়াম পালন করতে বলেছেন। যেহেতু সূর্য ডুবলেই রাত হয়, তাই তিনি ﷺ সূর্য ডোবার সাথে-সাথেই সিয়াম ভঙ্গ করতে বলেছেন। সুতরাং এ কথা স্পষ্ট যে হাদিসটি কোনভাবেই কুরআনের বিপরীতে যায়নি।

অতএব, কুরআন এবং হাদিসের মাঝে যদি কোনো বিরোধ মনে হয় তাহলে বুঝতে হবে, নিশ্চয়ই এর কোনো ব্যাখ্যা রয়েছে। তাই আমাদেরকে সেই ব্যাখ্যা খুঁজে বের করতে হবে। কোনো মতেই গ্রহণযোগ্য হাদিসকে বাদ দেয়া যাবে না। কারণ হাদিসও আল্লাহর ওয়াহী। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ রব্বুল আলামীন বলেন,

...اَنْزَلَ اللّٰهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَ الْحِكْمَةَ...

"...আল্লাহ্ তোমার উপর অবতীর্ণ করেছেন কিতাব (কুরআন) এবং হিকমাহ্ (হাদিস)..." -সূরাহ্ নিসা (৪), ১১৩।

শিক্ষা ঃ

১। গ্রহণযোগ্য হাদিস কখনো কুরআনের বিরুদ্ধে যাবে না।

২। কুরআন এবং গ্রহণযোগ্য হাদিস বিরোধী মনে হলে হাদিস বাদ দেয়া যাবে না। বরং এমনভাবে ব্যাখ্যা নিতে হবে যাতে করে কুরআন এবং হাদিসের উভয় দাবীটিই ঠিক থাকে।

রসূলুল্লাহ্ ﷺ এর এক হাদিস অন্য হাদিসের সাথে বিরোধী মনে হলে করণীয়

এ বিষয়টি মূলত ২ ভাগে বিভক্ত ঃ

১। قَوْلِىْ ক্বওলী (রসূলুল্লাহ্ ﷺ যা বলেছেন) হাদিস যদি فِعْلِىْ ফে'লী (রসূলুল্লাহ্ ﷺ যা করেছেন) হাদিসের বিপরীত হয় তখন করণীয়।

২। মারফু (রসূলুল্লাহ্ ﷺ এঁর কথা, কাজ ও মৌন সম্মতি) হাদিস যখন অন্য মারফু হাদিসের বিপরীত মনে হবে তখন করণীয় ঃ

১। قَوْلِىْ ক্বওলী (রসূলুল্লাহ্ ﷺ যা বলেছেন) হাদিস যখন فِعْلِىْ ফে'লী (রসূলুল্লাহ্ ﷺ যা করেছেন) হাদিসের বিপরীত হয় ঃ

এই বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। রসূলুল্লাহ্ ﷺ এর قَوْلِىْ ক্বওলী (রসূলুল্লাহ্ ﷺ যা

বলেছেন) হাদিস যখন فِعْلِىُ ফে'লী (রসূলুল্লাহ্ ﷺ যা করেছেন) হাদিসের বিপরীত হয় তখন قَوْلِىُ ক্বওলী (রসূলুল্লাহ্ ﷺ যা বলেছেন) হাদিস-ই গ্রহণযোগ্য হয়। আর فِعْلِىُ ফে'লী (যা করেছেন) হাদিসটি রসূলুল্লাহ্ ﷺ এর জন্য খাস (নির্দিষ্ট) হয়ে যায়। এ বিষয়টি একটু বিস্তারিত বলছি। **(উদাহরণ)** আবু হুরাইরাহ্ رضي الله عنه হতে বর্ণিত,

وَقَدْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا ذَهَبَ اَحَدُكُمْ اِلَى الْغَائِطِ اَوِ الْبَوْلِ فَلَا يَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ وَلَا يَسْتَدْبِرُهَا.

"রসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, তোমাদের কেউ প্রস্রাব-পায়খানা করতে বসলে কখনো যেন সে **ক্বিবলার দিকে পিঠ বা মুখ করে না বসে।**" **-বুখারী,** অধ্যায় ঃ ৪, অনুচ্ছেদ ঃ ১১, পিঠ-মুখ করে ক্বিবলামূখী হয়ে পেশাব বা পায়খানা করবে না, তবে দেয়াল অথবা কোন কিছু দ্বারা আড়াল থাকলে ভিন্ন কথা, হাদিস # ১৪৪, অধ্যায় ঃ ৮, কিতাবুস্ স্বলাত, অনুচ্ছেদ ঃ ২৯, মাদীনা, সিরিয়া ও পূর্ব দিকের অধিবাসীদের ক্বিবলা, পূর্বে বা পশ্চিমে ক্বিবলা নয়, হাদিস # ৩৯৪, **মুসলিম,** অধ্যায় ঃ ২, পবিত্রতা, অনুচ্ছেদ ঃ ১৭, ইস্তিঞ্জার বিবরণ, হাদিস # ৫৭/২৬২, ৫৯/২৬৪, ৬০/২৬৫, **নাসাঈ,** স্বহীহ্, অধ্যায় ঃ ১, পবিত্রতা, অনুচ্ছেদ ঃ ১৯, প্রস্রাব-পায়খানা করার সময় ক্বিবলামূখী হওয়া নিষেধ, হাদিস # ২০, অনুচ্ছেদ ঃ ২১, পেশাব পায়খানা করার সময় পূর্ব অথবা পশ্চিম দিকে ফিরে বসার নির্দেশ, হাদিস # ২২, **আবু দাউদ,** স্বহীহ্, অধ্যায় ঃ ১, পবিত্রতা অর্জন, অনুচ্ছেদ ঃ ৪, ক্বিবলামূখী হয়ে পেশাব-পায়খানা করা মাকরুহ্, হাদিস # ৭,৮,৯, **তিরমিযী,** স্বহীহ্, অধ্যায় ঃ ১, পবিত্রতা, অনুচ্ছেদ ঃ ৬, ক্বিবলামূখী হয়ে পিঠ-মুখ না করা, হাদিস # ৮, **ইবনু মাজাহ্,** স্বহীহ্, অধ্যায় ঃ ১, পবিত্রতা, অনুচ্ছেদ ঃ ১৭, ক্বিবলার দিকে পীঠ-মুখ করে না বসা, হাদিস # ৩১৭, ৩১৮, ৩২০, ৩২১, **দারিমী,** স্বহীহ্, অধ্যায় ঃ ১, পবিত্রতা, অনুচ্ছেদ ঃ ৬, ক্বিবলার দিকে পীঠ বা মুখ করে (প্রস্রাব-পায়খানা) না করা, হাদিস # ৬৬৫ (হাদিসটি নাসাঈ'র বর্ণনা)।

এই হাদিসটি বলছে যে, আমরা যেন ক্বিবলার দিকে পিঠ বা মুখ করে প্রস্রাব-পায়খানা না করি। অথচ আরেকটি হাদিস বলছে, ইবনে ওমার رضي الله عنه হতে বর্ণিত,

قَالَ رَقِيْتُ عَلَى بَيْتِ اُخْتِىْ حَفْصَةَ فَرَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَاعِدًا لِحَاجَتِهِ مُسْتَقْبِلَ الشَّامِ مُسْتَدْبِرَ الْقِبْلَةِ.

"তিনি বলেন (ইবনে ওমার), আমি একদা আমার বোন হাফসা رضي الله عنها এর ঘরের ছাদে উঠলাম তখন রসূলুল্লাহ্ ﷺ কে প্রস্রাব-পায়খানায় বসা অবস্থায় দেখলাম, তিনি শামের (সিরিয়া) দিকে মুখ করে এবং **ক্বিবলার দিকে পিঠ করে বসে ছিলেন।**" **-বুখারী,** অধ্যায় ঃ ৪, উযু, অনুচ্ছেদ ঃ ১৪, গৃহের মধ্যে প্রস্রাব-পায়খানা করা, হাদিস # ১৪৮, অধ্যায় ঃ ৫৭, এক পঞ্চমাংশ, অনুচ্ছেদ ঃ ৪, নাবী ﷺ এর স্ত্রীগণের ঘর এবং যেসব ঘর তাদের সঙ্গে সম্পর্কিত, সেসবের বর্ণনা, হাদিস # ৩১০২, **মুসলিম,** অধ্যায় ঃ ২, পবিত্রতা, অনুচ্ছেদ ঃ ১৭, ইস্তিঞ্জার বিবরণ, হাদিস # ৬২/২৬৬, **নাসাঈ,** স্বহীহ, অধ্যায় ঃ ১, পবিত্রতা, অনুচ্ছেদ ঃ ২২, বাড়ীর ভিতরে ক্বিবলার দিকে ফিরে বসার অনুমতি, হাদিস # ২৩, **তিরমিযী,** স্বহীহ, অধ্যায় ঃ ১, পবিত্রতা, অনুচ্ছেদ ঃ ৭, উল্লেখিত ব্যাপারে অনুমতি সম্পর্কে, হাদিস # ৯,১১, **ইবনু মাজাহ্,** স্বহীহ্, অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, অনুচ্ছেদ ঃ ১৮, ঘরের মধ্যে ঐ বিষয়ে অনুমতি কিন্তু খোলা স্থানে নয়, হাদিস # ৩২৩, ৩২৫ (হাদিসটি মুসলিমের বর্ণনা)।

এই হাদিসটি বলছে যে, রসূলুল্লাহ্ ﷺ একবার ক্বিবলার দিকে পিঠ করে ইস্তেঞ্জা

করছিলেন। তাই কেউ যদি বলে রসূলুল্লাহ্ ﷺ ক্বিবলার দিকে পিঠ করে ইস্তেঞ্জা করেছেন তাই আমরাও ক্বিবলার দিকে পিঠ করে ইস্তেঞ্জা করতে পারবো। তার কথা কি ঠিক হবে ? নিশ্চয়ই না। কারণ, রসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদেরকে ক্বিবলার দিকে পিঠ বা মুখ করে প্রস্রাব-পায়খানা না করতে নির্দেশ দিয়েছেন। তাই, এখানে ক্বিবলার দিকে পিঠ করে প্রস্রাব বা পায়খানা করার ব্যাপারে রসূলুল্লাহ্ ﷺ কে অনুসরণ করা যাবে না। তাই, বুঝতে হবে যে, ক্বিবলার দিকে পিঠ বা মুখ করে প্রস্রাব-পায়খানা না করা আদেশটি রসূলুল্লাহ্ ﷺ এর قَوْلِىْ ক্বওলী (রসূলুল্লাহ্ ﷺ যা বলেছেন) হাদিস। আর তিনি ﷺ ক্বিবলার দিকে পিঠ করে প্রস্রাব-পায়খানা করেছেন তা فِعْلِىْ ফে'লী (রসূলুল্লাহ্ ﷺ যা করেছেন) হাদিস। আর قَوْلِىْ ক্বওলী (রসূলুল্লাহ্ ﷺ যা বলেছেন) হাদিসের বিপরীতে فِعْلِىْ ফে'লী হাদিস আমাদের পালনীয় নয়।

তবে এখানে একটি বিষয় লক্ষণীয়, তা হচ্ছে, قَوْلِىْ ক্বওলী (রসূলুল্লাহ্ ﷺ যা বলেছেন) হাদিস এবং فِعْلِىْ ফে'লী (রসূলুল্লাহ্ ﷺ যা করেছেন) হাদিসকে এভাবে বুঝ নেয়ার পূর্বে অবশ্যই জেনে নিতে হবে যে, হাদিসগুলো উসূলে হাদিস অনুযায়ী গ্রহণযোগ্য কি'না। যদি উভয় হাদিস গ্রহণযোগ্য হয় তাহলে এইভাবে বুঝ নিতে হবে, নতুবা নয়।

২। মারফু (রসূলুল্লাহ্ ﷺ এঁর কথা, কাজ ও মৌন সম্মতি) হাদিস যখন অন্য মারফু হাদিসের বিপরীত মনে হবে তখন করণীয় ঃ

যখন মারফু (রসূলুল্লাহ্ ﷺ এঁর কথা, কাজ ও মৌন সম্মতি) হাদিসের মধ্যে বিরোধ দেখা যাবে তখন বুঝতে হবে আসলে হাদিসগুলোর মাঝে কোন বিরোধ নেই। বরং এমনভাবে সমাধান করতে হবে যাতে করে উভয় হাদিসের দাবীই ঠিক থাকে। যেমন- আবু হুরাইরাহ্ رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَايَشْرَبَنَّ اَحَدٌ مِّنْكُمْ قَائِمًا فَمَنْ نَسِىَ فَلْيَسْتَقِئْ.

"রসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, তোমাদের **কেউ যেন দাঁড়িয়ে পান না করে।** আর কেউ ভুল করে পান করলে (ভুলবশতঃ পান করে ফেলে) তাহলে সে যেন বমি করে ফেলে দেয়।" **-মুসলিম,** অধ্যায় ঃ ২৬, পানীয় বস্তু, অনুচ্ছেদ ঃ ১৪, দাঁড়িয়ে পান করা মাকরুহ্, হাদিস # ১১৬/২০২৬।

ইবনে ওমার رضي الله عنه থেকে বর্ণিত তিনি বলেন,

كُنَّا نَاْكُلُ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَنَحْنُ نَمْشِىْ وَنَشْرَبُ وَنَحْنُ قِيَامٌ.

"রসূলুল্লাহ্ ﷺ এর যুগে আমরা চলতে চলতে আহার করতাম এবং **দাঁড়িয়ে পান করতাম।**" **-তিরমিযী,** স্বহীহ্, অধ্যায় ঃ ২৪, পানীয় বস্তু, অনুচ্ছেদ ঃ ১১, দাঁড়িয়ে পান করা নিষেধ, হাদিস # ১৮৮০।

প্রথম হাদিসটি বলছে 'দাঁড়িয়ে পান করা যাবে না' আর দ্বিতীয় হাদিসটি বলছে 'রসূলের যুগেই স্বহাবীগণ দাঁড়িয়ে পান করতেন'। এখন বুঝের বিষয় হচ্ছে দাঁড়িয়ে পান করা নিষেধ করা স্বত্ত্বেও স্বহাবীগণ দাঁড়িয়ে পান করতেন, অথচ রসূলুল্লাহ্ ﷺ কিছুই বলতেন না কেন? মূলতঃ দু'টি হাদিসের মধ্যে বাহ্যিক বিরোধ দেখা গেলেও আসলে হাদিস দু'টির মাঝে কোন বিরোধ নেই। **এ দু'টি হাদিসের সহজ সমাধান হচ্ছে, দাঁড়িয়ে পান করা হারাম নয় বরং তা অপছন্দনীয়।** যদি দাঁড়িয়ে পান করা হারাম হতো তাহলে রসূলুল্লাহ্ ﷺ স্বহাবীগণকে সতর্ক করতেন। অর্থাৎ বসে পান করা উত্তম আর দাঁড়িয়ে পান করা অনুত্তম। এভাবে বুঝ নিলে দু'টি হাদিসের মাঝে কোনই বিরোধ থাকে না।

অতএব, এভাবেই এক মারফু হাদিস অন্য মারফু হাদিসের সাথে বিরোধ মনে হলে সমন্বয় করে নিতে হবে। যাতে করে উভয় হাদিসের দাবী ঠিক থাকে।

বাহ্যিকভাবে বিপরীতমূখী দু'টি মারফু হাদিসের মাঝে সমন্বয়ের পূর্বে সতর্কতা

মারফু দু'টি হাদিসের মাঝে সমন্বয় করার পূর্বে দেখতে হবে যে, দুটি হাদিসের কোনো একটি হাদিস রহিত হয়েছে কি'না। যদি রহিত হয়ে থাকে তাহলেতো দু'টি হাদিসের দাবি ঠিক রাখা যাবে না। বরং শেষের বর্ণিত হাদিসটিই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে। যেমন- কায়েস বিন ত্বলক্ আল-হানাফী (রহ.) তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন,

سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ سُئِلَ عَنْ مَسِّ الذَّكَرِ فَقَالَ لَيْسَ فِيْهِ وَضُوْءٌ إِنَّمَا هُوَ مِنْكَ.

"রসূলুল্লাহ্ ﷺ এর নিকট লজ্জাস্থান স্পর্শ করার বিষয়ে জিজ্ঞেস করতে শুনেছি। তিনি ﷺ বলেন, তাতে অযুর প্রয়োজন নেই। কেননা, তা তোমার দেহেরই একটি অংশ মাত্র।" **-নাসাঈ,** স্বহীহ্, অধ্যায় ঃ ১, কিতাবুত্ ত্বহারত, অনুচ্ছেদ ঃ ১১৯, লজ্জাস্থান স্পর্শ করায় অযু না করা, হাদিস # ১৬৫, **আবু দাউদ,** স্বহীহ্, অধ্যায় ঃ ১, কিতাবুত্ ত্বহারত, অনুচ্ছেদ ঃ ৭১, লজ্জাস্থান স্পর্শ করলে অযু নষ্ট না হওয়া প্রসঙ্গে, হাদিস # ১৮২, ১৮৩, **তিরমিযী,** স্বহীহ্, অধ্যায় ঃ ১, কিতাবুত্ ত্বহারত, অনুচ্ছেদ ঃ ৬২, লজ্জাস্থান স্পর্শ করলে অযু নষ্ট হবে না, হাদিস # ৮৫, **ইবনু মাজাহ্,** স্বহীহ্, অধ্যায় ঃ ১, কিতাবুত্ ত্বহারত, অনুচ্ছেদ ঃ ৬৪, লজ্জাস্থান স্পর্শ করলে অযু ভঙ্গ না হওয়া প্রসঙ্গে, হাদিস # ৪৮৩ (হাদিসটি ইবনু মাজাহ্'র বর্ণনা)।

এই হাদিসটিতে বলা হচ্ছে যে, লজ্জাস্থান স্পর্শ করলে অযু নষ্ট হয় না। এই হাদিসটি নিম্নোক্ত হাদিস দ্বারা রহিত হয়েছে, বুসরা বিনতে স্বফওয়ান ﷺ হতে বর্ণিত,

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا مَسَّ اَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ.

"রসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, যে ব্যাক্তি লজ্জাস্থান স্পর্শ করবে সে যেন অযু করে।" **-নাসাঈ,** স্বহীহ্, অধ্যায় ঃ ১, কিতাবুত্ ত্বহারত, অনুচ্ছেদ ঃ ১১৮, লজ্জাস্থান স্পর্শ করার কারণে অযু করা, হাদিস # ১৬৪, **আবু দাউদ,** স্বহীহ্, অধ্যায় ঃ ১, কিতাবুত্ ত্বহারত, অনুচ্ছে ঃ ৭০, লজ্জাস্থান স্পর্শ করলে অযু করা প্রসঙ্গে, হাদিস # ১৮১, **তিরমিযী,** স্বহীহ্, অধ্যায় ঃ ১, কিতাবুত্ ত্বহারত, অনুচ্ছেদ ঃ ৬১, লজ্জাস্থান স্পর্শ

করলে অযু থাকবে কি'না? হাদিস # ৮২, **ইবনু মাজাহ্,** স্বহীহ্, অধ্যায় ঃ ১, কিতাবুত্ ত্বহারত, অনুচ্ছেদ ঃ ৬৩, লজ্জাস্থান স্পর্শ করলেও অযু করতে হবে কি'না? হাদিস # ৪৭৯ (হাদিসটি ইবনু মাজাহ্'র বর্ণনা)।

এই হাদিসগুলো থেকে বুঝা গেল যে, রহিত হাদিসের বিধান এখন বলবৎ রাখা যাবে না। তাই, এই হাদিসগুলোর মাঝে সমন্বয় করার পূর্বে অবশ্যই দেখতে হবে যে, হাদিস দুটির মাঝে কোনো একটিও রহিত হয়েছে কি'না।

শিক্ষা ঃ

১। এক হাদিস অন্য হাদিসের সাথে বিরোধী মনে হলে সমন্বয় করতে হবে। যাতে করে উভয় হাদিসের দাবী ঠিক থাকে।

২। বাহ্যিকভাবে বিরোধপূর্ণ হাদিস দুটিকে সমন্বয় করার পূর্বে অবশ্যই দেখতে হবে, বিরোধপূর্ণ হাদিস দুটির কোনো একটিও রহিত হয়েছে কি'না। যদি কোনো একটিও রহিত হয় তাহলে দু'টি হাদিসের দাবী কোনো যুক্তিতেই ঠিক রাখা যাবে না। বরং শেষোক্ত হাদিসটিই বিধানগতভাবে বলবৎ থাকবে।

৩। ক্বওলী হাদিসের সাথে ফে'লী হাদিস বিরোধপূর্ণ মনে হলে তা সমন্বয় করতে হবে। যদি সমন্বয় করা সম্ভব না হয় তাহলে বুঝতে হবে ফে'লী হাদিসটি রসূলুল্লাহ্ ﷺ এর জন্য খাস।

রসূলুল্লাহ্ ﷺ এর কথার বিপরীতে যদি কোন স্বহাবীর কথা পাওয়া যায় সেক্ষেত্রে করণীয়

এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ্ বলেন,

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَّلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَى اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ اَمْرًا اَنْ يَّكُوْنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ ؕ وَمَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًا مُّبِيْنًا.

"আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূল যদি কোন আদেশ প্রদান করেন, তাহলে মু'মিন নারী-পুরুষ এর ভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার অধিকার রাখে না। যে কেউ আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূলের বিরুদ্ধাচারণ করবে, তবে সে ভীষণভাবে পথভ্রষ্ট হয়ে যাবে।" -সূরাহ্ আহ্যাব (৩৩), ৩৬।

এই আয়াতটি দ্বারা বুঝা যায়, রসূলুল্লাহ্ ﷺ এর বিপরীতে কারো কথা গ্রহণযোগ্য নয়, যদিওবা তিনি স্বহাবী হন না কেন। এ সম্পর্কিত নিম্ন বর্ণিত হাদিসটি লক্ষ্য করুন,

اَنَّهٗ سَمِعَ رَجُلًا مِنْ اَهْلِ الشَّامِ وَهُوَ يَسْئَلُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ عَنِ التَّمَتُّعِ بِالْعُمْرَةِ اِلَى الْحَجِّ فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ هِيَ حَلَالٌ فَقَالَ الشَّامِيُّ اِنَّ اَبَاكَ قَدْ نَهٰى عَنْهَا فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ اَرَئَيْتَ اِنْكَانَ اَبِيْ نَهٰى عَنْهَا وَصَنَعَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَاَمْرُ اَبِيْ يُتَّبَعُ عَنْ اَمْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ؟ فَقَالَ الرَّجُلُ بَلْ اَمْرُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ. فَقَالَ لَقَدْ صَنَعَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ.

"সালিম বিন আব্দুল্লাহ্ শামের এক লোক থেকে শুনেছেন সে আব্দুল্লাহ্ ইবনু ওমার ﵁ কে প্রশ্ন করেছিলেন তামাত্তু হাজ্জ জায়েজ না'কি নাজায়েয? তিনি বললেন, জায়েয। প্রশ্নকারী বললেন, আপনার পিতা তো (ওমার ﵁) এটা নিষেধ করেছেন। আব্দুল্লাহ্ ইবনু ওমার ﵁ বললেন, আমাকে বল আমার আব্বা নিষেধ করেছেন আর রসূলুল্লাহ্ ﷺ করেছেন এখন আমার আব্বার নির্দেশ মানব না'কি রসূলুল্লাহ্ ﷺ এর নির্দেশ মানবো? প্রশ্নকারী বললেন, বরং রসূলুল্লাহ্ ﷺ এর হুকুম-ই মানতে হবে। ইবনু ওমার ﵁ বললেন, আসল বিষয় হলো রসূলুল্লাহ্ ﷺ তামাত্তু হাজ্জ করেছেন।" **-তিরমিযী,** সহীহ, অধ্যায় ঃ ৭, কিতাবুল হাজ্জ, অনুচ্ছেদ ঃ ১৩, তালবিয়া পাঠ করা, হাদিস # ৮২৪।

এই হাদিসটি থেকে বুঝা গেল যে, রসূলুল্লাহ্ ﷺ এর বিপরীতে কোন স্বহাবীর কথা বা কাজ গ্রহণযোগ্য নয় বলে আব্দুল্লাহ্ ইবনু ওমার ﵁ তাঁর পিতার কথা প্রত্যাখ্যান করে রসূলুল্লাহ্ ﷺ এর সিদ্ধান্তকে গ্রহণ করেছেন অর্থাৎ মারফু হাদিসের বিপরীতে মাওকুফ হাদিস গ্রহণযোগ্য নয়।

শিক্ষা ঃ

১। রসূলুল্লাহ্ ﷺ এর বিপরীতে কারো কথা গ্রহণযোগ্য নয়, যদিওবা তিনি স্বহাবী হন না কেন।

২। মারফু হাদিসের বিপরীতে মাওকুফ হাদিস গ্রহনযোগ্য নয়।

সংশয়মূলক প্রশ্নের উত্তর

প্রশ্ন (১) ঃ কাসীর ইবনু ক্বঈস (রহ.) সূত্রে বর্ণিত,

وَاَنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْاَنْبِيَاءِ وَاِنَّ الْاَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوْا دِيْنَارًا وَلَادِرْهَمًا وَرَّثُوْا الْعِلْمَ فَمَنْ اَخَذَهُ اَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ.

"...রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ...নিশ্চয়ই আলিমগণ হলেন নাবীদের ওয়ারিস। নাবীগণ কোন দিনার বা দিরহাম ওয়ারিসরূপে রেখে যান না। শুধু তাঁরা ﵈ ওয়ারিস সূত্রে রেখে যান ইলম। সুতরাং যে ইলম অর্জন করেছে সে পূর্ণ (ওয়ারিস) অংশ গ্রহণ করেছে।" **-আবু দাউদ,** স্বহীহ, অধ্যায় ঃ ২০, কিতাবুল ইল্‌ম, অনুচ্ছেদ ঃ ১, জ্ঞানের ফাযীলাত, হাদিস # ৩৬৪১।

এই হাদিস অনুযায়ী **কুরআন, হাদিস ও স্বহাবীগণের বাহিরে** গিয়ে আলিমগণ নিজ থেকে শারীআহ্'র বিধান দিতে পারেন। যেহেতু আলিমগণ নাবী ﵈ গণের ওয়ারিস।

উত্তর ঃ ব্যাখ্যাটি সম্পূর্ণই ভুল। কারণ, নাবী-রসূলগণ শারীআহ্'র কোনো কথাই নিজ থেকে বলতে পারতেন না। বরং তাঁদের ﵈ কাছে যে ওয়াহী করা হতো শুধু তাই অনুসরণ করতেন। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন,

...وَمَا كَانَ لِرَسُوْلٍ اَنْ يَّاْتِيَ بِاٰيَةٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ...

"...কোনো রসূলেরই এই অধিকার ছিলো না যে, তাঁরা আল্লাহ'র অনুমতি ছাড়া (শারীআহ'র) কোনো বিধান নিয়ে আসবে... ।" -সূরাহ্ আর-রা'দ (১৩), ৩৮।

নাবী-রসূলগণ যেহেতু নিজ থেকে শারীআহ্'র কোনো কথা বলতে পারতেন না। সেখানে একজন আলিম কিভাবে নিজ থেকে শারীআহ্'র কথা বলবেন ? হাদিসটি ভালোভাবে লক্ষ্য করুন, রসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, নাবীগণ عليهم السلام ওয়ারিস হিসেবে রেখে যান ইলম (জ্ঞান)। আলিমগণ যদি নিজ থেকে শারীআহ্'র কোনো কথা বলতে পারতেন তাহলেতো নাবীগণের ইলম (জ্ঞান) রেখে যাওয়ার কোনই প্রয়োজন ছিলো না। নাবীগণ عليهم السلام যে ইলম (জ্ঞান) রেখে গিয়েছেন তা বুঝাবার দায়িত্ব দিয়ে গেছেন আলেমগণকে। তাই হাদিসটিতে আলিমগণকে শারীআহ্'র মাঝে নিজ ইচ্ছামত বিধান দেয়ার অধিকার দেয়া হয়নি। বরং নাবী-রসূলগণ عليهم السلام ওয়াহী ছাড়া কিছুই বলতে পারতেন না। ঠিক নাবী-রসূলগণের ওয়ারিসগণ তারাই যারা নাবী-রসূলগণের عليهم السلام রেখে যাওয়া ওয়াহীর ইলম অনুযায়ী ফায়সালা দেন। আর যারা নাবী-রসূলগণের عليهم السلام রেখে যাওয়া ইলম ব্যতীত ফায়সালা দেয় তারা নাবী-রসূলগণের ওয়ারিস নয়। তাই এই হাদিস থেকে কোনভাবেই প্রমাণিত হয় না যে, আলিমগণ কুরআন, হাদিস ও স্বহাবীগণের বাহিরে গিয়ে নিজ থেকে শারীআহ্'র বিধান দিতে পারেন।

প্রশ্ন (২) ঃ মহান আল্লাহ্ বলেন,

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَفِظُوْنَ.

নিশ্চয়ই আমি কুরআন নাযিল করেছি এবং নিশ্চয়ই আমিই তার সংরক্ষণ করবো। -সূরা হিজর (১৫), ৯।

এ আয়াতে আল্লাহ্ কুরআন সংরক্ষণের কথা বলেছেন, হাদিস সংরক্ষণের কথা বলেননি। এজন্য হাদিসে ভুল-ভ্রান্তি থাকতে পারে। তাই বুঝে নিতে হবে যে, কুরআনের আয়াতের বিরুদ্ধে হাদিস গেলেই হাদিস বাদ দিয়ে দিতে হবে।

উত্তর ঃ উল্লিখিত কুরআনের আয়াতটির ব্যাখ্যা ঠিক হয়নি। কারণ, আল্লাহ্ সূরাহ্ হিজরের (১৫) ৯নং আয়াতে **কুরআন** শব্দ ব্যবহার করেন নি। বরং আল্লাহ্ যিক্র শব্দ ব্যবহার করেছেন। আয়াতটি লক্ষ্য করুন,

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَفِظُوْنَ.

"নিশ্চয়ই আমি **যিক্র** নাযিল করেছি এবং নিশ্চয়ই আমিই তার সংরক্ষণ করবো।" -সূরাহ্ হিজর (১৫), ৯।

যিক্র শব্দটি দিয়ে আল্লাহ্ কুরআনকে বুঝিয়েছেন-

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْاٰنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ.

"অবশ্যই আমি কুরআনকে যিক্‌র এর জন্য সহজ করেছি।" -সূরা ক্বামার (৫৪), ১৭,২২,৩২,৪০।

ঠিক তেমনি কুরআনেও হাদিসকে যিকর বলা হয়েছে। এ সম্পর্কে আল্লাহ্ বলেন,

وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ.

"অবশ্যই আমি তোমার (মুহাম্মাদ ﷺ) **যিক্‌রকে** (হাদিসকে) উপরে তুলেছি (মর্যাদা দিয়েছি)।" -সূরা আলামনাশরাহ্ (৯৪) ৪।

তাই আয়াতটির সঠিক অনুবাদ হবে,

اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَاِنَّا لَهُ لَحٰفِظُوْنَ.

"নিশ্চয়ই আমি **যিক্‌র (কুরআন-হাদিস)** নাযিল করেছি এবং আমিই তার সংরক্ষণ করবো।" -সূরাহ্ হিজর (১৫), ৯।

তাহলে বুঝা গেল যে, আল্লাহ্ কুরআন এবং হাদিস দু'টোকেই সংরক্ষণের দায়িত্ব নিয়েছেন। তাই বুঝে নিতে হবে যে, হাদিস কখনই কুরআনের বিরোধী হবে না। বরং বাহ্যিক দৃষ্টিতে আমাদের কাছে তা মনে হতে পারে। কিন্তু যদি আমরা তার ব্যাখ্যা জানতে পারি তাহলে দেখবো যে, কুরআন এবং হাদিসের মাঝে কোনো বিরোধ নেই।

প্রশ্ন (৩) ঃ মু'আয رضي الله عنه এর সঙ্গীগণ হতে বর্ণিত আছে,

اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بَعَثَ مُعَاذًا اِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ كَيْفَ تَقْضِىْ فَقَالَ اَقْضِىْ بِمَا فِىْ كِتَابِ اللّٰهِ قَالَ فَاِنْ لَّمْ يَكُنْ فِىْ كِتَابِ اللّٰهِ؟ قَالَ فَبِسُنَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ فَاِنْ لَّمْ يَكُنْ فِىْ سُنَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ؟ قَالَ اَجْتَهِدُ رَاْيِىْ قَالَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ وَفَّقَ رَسُوْلَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ.

"রসূলুল্লাহ ﷺ মু'আযকে رضي الله عنه ইয়েমেনে পাঠানোর সময় প্রশ্ন করেন তুমি কিভাবে বিচার করবে ? তিনি (মু'আয رضي الله عنه) বললেন, আমি আল্লাহ'র কিতাব অনুযায়ী বিচার করবো। তিনি ﷺ বললেন, যদি আল্লাহ'র কিতাবে না পাওয়া যায় ? তিনি (মু'আয رضي الله عنه) বললেন, তাহলে রসূলুল্লাহ ﷺ এর সুন্নাহ (হাদিস) অনুযায়ী বিচার করবো। তিনি ﷺ বললেন, রসূলুল্লাহ ﷺ এর সুন্নাতেও না পাও ? তিনি (মু'আয رضي الله عنه) বললেন, আমার জ্ঞান-বুদ্ধি দিয়ে ইজতিহাদ (গবেষণা) করবো। তিনি ﷺ বললেন, সকল প্রশংসা সেই আল্লাহ'র যিনি আল্লাহ'র রসূলের প্রতিনিধিকে এরূপ যোগ্যতা দান করেছেন। **-তিরমিযি,** অধ্যায় ঃ ১৩, কিতাবুল আহ্কাম, অনুচ্ছেদ ঃ ৩, বিচার কিভাবে ফায়সালা করবে, হা. নং ১৩২৭।

এই হাদিস অনুযায়ী বুঝা যায় যে, কুরআন এবং হাদিসে কিছু-কিছু বিষয়ের ব্যাখ্যা

পাওয়া যাবে না। সেই পরিস্থিতিতে নিজস্ব বিবেক দিয়ে ফায়সালা করতে হবে। অর্থাৎ যুগের প্রয়োজন অনুযায়ী ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ে শুধু কুরআন-হাদিসই নয় বরং বিবেক দিয়েও ফায়সালা দিতে হবে। অর্থাৎ এই হাদিস অনুযায়ী বুঝা গেল যে, কুরআন এবং হাদিসে যে সকল বিষয়ে সমাধান পাওয়া যাবে না তা বিবেক দিয়ে ফায়সালা করতে হবে অর্থাৎ ক্বিয়াস করতে হবে। **সুতরাং, ক্বিয়াস ইসলামী শারীআহ'র একটি উৎস।**

উত্তর ঃ

এ ব্যাখ্যাটি সঠিক নয়। কারণ, হাদিসটি যঈফ (দূর্বল)। হাদিসটি দু'টি কারণে যঈফ (দূর্বল)। (১) বর্ণনাকারী মু'আয (رضي الله عنه) এর সাথীগণ মাজহুল, (২) হারেস ইবনুল আমর "মাজহুল" (অপরিচিত) (মিযানুল ই'তিদ্বাল, তাহযিবুত তাহযিব)। এ হাদিস সম্পর্কে ইমাম বুখারী বলেন, হাদিসটি সহিহ্ নয়। ইবনু হাযম বলেন, এ হাদিসটি বাতিল, এর কোনো ভিত্তি নেই (আত্-তালখীস্, পৃষ্ঠা ঃ ৪০১)। তাই হাদিসটি দালিলের জন্য অযোগ্য। তাছাড়া হাদিসটি কুরআনের আয়াতেরও বিরোধী। আল্লাহ্ বলেন,

...وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ...

"...আমি তোমার উপর কিতাব অবতীর্ণ করেছি যা'তে সকল বিষয়ের বর্ণনা রয়েছে..."-সূরাহ্ নাহল (১৬), ৮৯।

আয়াতটি বলছে আল্লাহ্'র কিতাবে সকল বিষয়ের বর্ণনা রয়েছে। আর হাদিসটি বলছে, আল্লাহ্'র কিতাবে যদি না পাওয়া যায়। যা কি'না আল্লাহ্'র কিতাবের এই আয়াতের বিরোধী।

এ হাদিসটি কুরআনের আরো একটি আয়াতের বিরোধী। আল্লাহ্ বলেন,

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى ۝ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُّوْحٰى.

"আমার রসূল নিজের মন থেকে কিছু বলেন না। বরং তাঁর কাছে যা ওয়াহী হয় সে তারই অনুরসণ করে।" -সূরাহ্ নাজম (৫৩), ৩-৪।

এ আয়াতটি বলছে, মুহাম্মাদ (صلى الله عليه وسلم) নিজের বিবেক দিয়ে কোনো ফায়সালা দিতেন না। সেখানে তিনি (صلى الله عليه وسلم) কিভাবে তার স্বহাবীকে বিবেক দিয়ে ফায়সালা করার অনুমতি দিতে পারেন? আসল কথা হলো, হাদিসটি যঈফ (দূর্বল)। কুরআনের আয়াতেরও বিরোধী। **তাই, হাদিসটি দ্বারা ইসলামী শারীআহ্'র উৎস হিসেবে ক্বিয়াস্কে প্রমাণ করা একেবারেই অসম্ভব।**

অতএব, কেউ যদি নিজস্ব বিবেক দিয়ে ফায়সালা দেন তাহলে আল্লাহ্'র সাথে চরম বেয়াদবী হবে। কারণ, আল্লাহ-ই একমাত্র বিধান দাতা। মহান আল্লাহ্ বলেন,

...اَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْاَمْرُ...

"...সৃষ্টি যাঁর বিধানও তাঁর..." -সূরাহ্ আ'রাফ (৭), ৫৪।

প্রশ্ন (৪) ঃ রসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন,

خَيْرُكُمْ قَرْنِىْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ...

"আমার উম্মাতের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ যুগ আমার যুগ, অতঃপর তার পরবর্তী যুগ, অতঃপর তার পরবর্তী যুগ..." **-বুখারী,** অধ্যায় ঃ ৫২, স্বাক্ষ্যদান, অনুচ্ছেদ ঃ ৯, অন্যায়ের পক্ষে স্বাক্ষী বানানো হলেও স্বাক্ষ্য দিবে না, হাদিস # ২৬৫১, ২৬৫২, অধ্যায় ঃ ৬২, স্বহাবীগণের মর্যাদা, অনুচ্ছেদ ঃ ১, নাবী ﷺ এর স্বহাবীগণের ফাযীলাত, হাদিস # ৩৬৫০, ৩৬৫১, অধ্যায় ঃ ৮১, সদয় হওয়া, অনুচ্ছেদ ঃ ৭, দুনিয়ার শোভা ও তার প্রতি আসক্তি থেকে সতর্কতা, হাদিস # ৬৪২৮, ৬৪২৯, অধ্যায় ঃ ৮৩, শপথ ও মানত, অনুচ্ছেদ ঃ ১০, যখন কেউ বলে আল্লাহ্'কে আমি স্বাক্ষী মানছি অথবা যদি বলে আল্লাহকে আমি স্বাক্ষী করেছি, হাদিস # ৬৬৫৮, অনুচ্ছেদ ঃ ২৭, যে ব্যক্তি মানত পূর্ণ করে না তার গুনাহ্, হাদিস # ৬৬৯৫, **মুসলিম,** অধ্যায় ঃ ৪৪, স্বহাবীগণের ফাযীলাত, অনুচ্ছেদ ঃ ৫২, স্বহাবা, তাবেঈ, ও তাবে-তাবেঈগণদের ফাযীলাত, হাদিস # ২১০/২৫৩৩, ২১৪/২৫৩৫, **মুসনাদে আহমাদ,** স্বহীহ্, হাদিস # ১৯৭০৬, ১৯৭০৯, ১৯৭২১, ১৯৭২২ (হাদিসটি বুখারীর বর্ণনা)।

এই হাদিসটি বলছে যে, উত্তম যুগ হচ্ছে তিনটি যথা- (১) রসূলুল্লাহ্ ﷺ এর যুগের লোকেরা অর্থাৎ স্বহাবাগণ, (২) তার পরের যুগ অর্থাৎ তাবিঈদের যুগ, (৩) অতপর তার পরের যুগ অর্থাৎ তাবি-তাবিঈদের যুগ। তাই, আমাদের বুঝে নিতে হবে যে, স্বহাবীগণ থেকে তাবি-তাবিঈনদের যুগ পর্যন্ত যেভাবে কুরআন এবং হাদিসের ব্যাখ্যা হয়েছে সেভাবেই আমাদেরকে অন্ধভাবে মেনে নিতে হবে।

উত্তর ঃ হাদিসটি স্বহীহ্ তবে ব্যাখ্যাটি স্বহীহ্ নয়। কারণ, এই হাদিসে রসূলুল্লাহ্ ﷺ এই তিন যুগকে সর্বোত্তম যুগ বলেছেন, কিন্তু শেষের যুগের লোকদেরকে অনুসরণের জন্য কোন কথা বলা হয়নি। অনুসরণ করতে বলা হয়েছে মূলতঃ কুরআন, হাদিস এবং স্বহাবীগণকে। এ বিষয়টি বুঝতে নিম্নোক্ত হাদিসটি লক্ষ্য করুন, এ সম্পর্কে আব্দুল্লাহ্ ইবনু আমর ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

قَالَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ... تَفْتَرِقُ اُمَّتِىْ عَلٰى ثَلَاثٍ وَسَبْعِيْنَ مِلَّةً كُلُّهُمْ فِى النَّارِ اِلَّا مِلَّةً وَاحِدَةً قَالُوْا وَمَنْ هِىَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ؟ قَالَ مَا اَنَا عَلَيْهِ وَاَصْحَبِىْ.

রসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, ...আমার উম্মাহ ৭৩ দলে বিভক্ত হবে। শুধু একটি দল ছাড়া তাদের সবাই (৭২ দল) জাহান্নামে যাবে। তাঁরা (স্বহাবীগণ) বললেন হে আল্লাহ্র রাসূল ﷺ সেদলটি কোনটি ? তিনি ﷺ বললেন আমি ও আমার স্বহাবীগণ যার উপর প্রতিষ্ঠিত (সেদলটি জান্নাতে যাবে)। **-তিরমিযী,** হাসান, অধ্যায় ঃ ৩৮, কিতাবুল ঈমান, অনুচ্ছেদ ঃ ১৮, এই উম্মাতের অনৈক্য, হাদিস # ২৬৪১।

এই হাদিসে বলা হয়েছে এই উম্মাতের মুক্তিপ্রাপ্ত দল শুধুমাত্র রসূলুল্লাহ্ ﷺ এবং স্বহাবীগণদের যাঁরা অনুসরণ করবে। এই হাদিসে তাবিঈদের অনুসরণ সম্পর্কে কোন নির্দেশনা নেই। তাবিঈগণদেরকে অনুসরণ করার জন্য কুরআন, হাদিস এবং স্বহাবীগণদের থেকে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না।

যদি বলা হয়, তাবিঈগণদের যদি অনুসরণ করা না যায়, তাহলে তাদের যুগকে শ্রেষ্ঠ যুগ বলা হল কেন? এর উত্তরে বলা হবে, তাঁদের যুগে হাদিস চর্চা অধিক পরিমাণে হবে বিধায় তাদের যুগকে শ্রেষ্ঠ যুগ বলা হয়েছে।

হাদিস শাস্ত্রের কতিপয় পরিভাষা

*** স্বহাবী ঃ** যে ব্যক্তি ঈমান আনার পরে নাবী ﷺ কে দেখেছেন এবং ঈমান নিয়ে মৃত্যুবরণ করেছেন তাঁকে 'স্বহাবী' বলে।

*** তাবিঈ ঃ** যে ব্যক্তি ঈমান আনার পরে কোন স্বহাবীকে দেখেছেন এবং ঈমান নিয়ে মৃত্যুবরণ করেছেন তাঁকে 'তাবিঈ' বলে।

*** তাবি-তাবিঈ ঃ** যে ব্যক্তি ঈমান আনার পরে কোন তাবিঈকে দেখেছেন এবং ঈমান নিয়ে মৃত্যুবরণ করেছেন তাঁকে 'তাবি-তাবিঈ' বলে।

সানাদের দিক থেকে হাদিস মূলত তিন প্রকার ঃ **ক. মারফু, খ. মাওকুফ, গ. মাকতু।**

ক. মারফু ঃ নাবী ﷺ এর কথা, কাজ এবং মৌন সম্মতিকে 'মারফু হাদিস' বলে। এই ধরণের হাদিস তিন প্রকার, **(১) ক্বওলী, (২) ফে'লী, (৩) তাক্বরীরি।**

(১) ক্বওলী ঃ রসূলুল্লাহ্ ﷺ যা বলেছেন, তাকে 'ক্বওলী হাদিস' বলে।

(২) ফে'লী ঃ রসূলুল্লাহ্ ﷺ যা করেছেন, তাকে 'ফে'লী হাদিস' বলে।

(৩) তাক্বরীরি ঃ রসূলুল্লাহ্ ﷺ এর সামনে স্বহাবীগণ কোন কথা বা কাজ করেছেন অথচ রসূলুল্লাহ্ ﷺ তাদের বিরুদ্ধে কোন কিছু বলেননি বরং চুপ থেকে মৌন সম্মতি দিয়েছেন, এমন হাদিসকে 'তাক্বরীরি হাদিস' বলে।

খ. মাওকুফ ঃ সম্মানিত স্বহাবীর কথা, কাজ এবং মৌন সম্মতিকে 'মাওকুফ হাদিস' বলে।

গ. মাকতু ঃ তাবিঈ বা তাঁর পরবর্তী কোন ব্যক্তির কথা, কাজকে 'মাকতু হাদিস' বলে।

*** সানাদ ঃ** যে হাদিসের মূল কথাটুকু যে সূত্র ধরে হাদিস সংগ্রহকারী পর্যন্ত পৌঁছেছে তাকে 'সানাদ' বলে।

*** রাবী ঃ** যিনি হাদিস বর্ণনা করেন তাঁকে 'রাবী' বলা হয়।

*** রিওয়ায়াত ঃ** হাদিস বর্ণনা করাকে 'রিওয়ায়াত' বলে।

*** মাতান ঃ** হাদিসের মূল কথাকে 'মাতান' বলা হয়।

*** মুতাওয়াতির ঃ** যে হাদিস প্রতিটি যুগে এত অধিকসংখ্যক রাবী রিওয়ায়াত করেছেন যাঁদের উপর মিথ্যারোপ করা অসম্ভব এরূপ হাদিসকে 'মুতাওয়াতির' বলা হয়।

*** আহাদ ঃ** এই ধরণের হাদিস তিন প্রকার, **ক. মাশহুর, খ. আযিয, গ. গরীব।**

ক. মাশহুর ঃ যে হাদিস প্রতিটি যুগে তিনজন বা ততোধিক রাবী রিওয়ায়াত করেছেন তাকে 'মাশহুর হাদিস' বলা হয়। এই ধরণের হাদিসকে 'মুস্তাফিজ' হাদিসও বলা হয়।

খ. আযিয ঃ যে হাদিস প্রতিটি যুগে দুইজন রাবী বর্ণনা করেছেন তাকে 'আযিয হাদিস' বলে।

গ. গরীব ঃ যে হাদিস কোন যুগে মাত্র একজন রাবী রিওয়ায়াত করেছেন তাকে 'গরীব হাদিস' বলে।

*** হাদিসে কুদসী ঃ** যে হাদিস নাবী ﷺ সরাসরি 'আল্লাহ্ বলেছেন' এমন শব্দে রিওয়ায়াত করেন তাকে 'হাদিসে কুদসি' বলা হয়।

*** মুবহাম ঃ** যে হাদিসের রাবীর উত্তমরূপে পরিচয় পাওয়া যায়নি, যার ভিত্তিতে তার দোষ-গুণ বিচার করা যেতে পারে। এরূপ রাবীর হাদিসকে 'মুবহাম' হাদিস বলে। এ ব্যক্তি স্বহাবী না হলে তার হাদিস গ্রহণযোগ্য নয়।

*** মুতাবাআত ঃ** হাদিস বর্ণনার ক্ষেত্রে বর্ণনাকারী অন্য বর্ণনাকারী সাথে মিল রেখে বর্ণনা করলে তাকে 'মুতাবাআত' বলা হয়। এ ধরণের হাদিস ২ প্রকার- ক. মুতাবাআতু তাম্মাহ্, খ. মুতাবাআতু কাসিরা।

ক. মুতাবাআতু তাম্মাহ্ ঃ যদি সানাদের প্রথম অংশের রাবীর স্থলে অন্য রাবী মিলে যায় তাহলে তাকে 'ক. মুতাবাআতু তাম্মাহ্' বলে।

খ. মুতাবাআতু কাসিরা ঃ যদি সানাদের মাঝে কোন রাবীর স্থলে অন্য রাবী মিলে যায় তাহলে তাকে 'মুতাবাআতু কাসিরা' বলে।

*** মাহ্ফুজ ঃ** যে হাদিসটি বেশী নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি তার চেয়ে কম নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি বিরোধীতা করে হাদিস বর্ণনা করেছেন তাকে 'মাহফুজ হাদিস' বলে। এই ধরণের হাদিস গ্রহণযোগ্য।

*** মুত্তাফাকুন আলাইহি ঃ** যে হাদিস একই স্বহাবী থেকে ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম উভয়েই বর্ণনা করেছেন তাকে 'মুত্তাফাকুন আলাইহি' হাদিস বলে।

আদালাত ঃ যে সুদৃঢ় শক্তি মানুষকে তাক্বওয়া ও শিষ্টাচার অবলম্বনে ও মিথ্যা আচরণ থেকে বিরত থাকতে উদ্বুদ্ধ করে তাকে 'আদালাত' বলে। এখানে তাক্বওয়া বলতে অশোভনীয় ও অভদ্রোচিত কার্য থেকে বিরত থাকা বুঝায়।

যবত ঃ যে স্মৃতিশক্তি দ্বারা মানুষ লিখিত বিষয়কে বিন্যাস থেকে রক্ষ করতে সক্ষম হয় এবং যখন ইচ্ছা তা সঠিকভাবে স্মরণ করতে পারে তাকে 'যবত' বলা হয়।

*** সিকাহ্ ঃ** যে রাবীর মধ্যে আদালাত ও যবত উভয় গুণ পূর্ণভাবে বিদ্যমান থাকে তাকে 'সিকাহ্' বা 'সাবাহ্' বলা হয়।

*** মাকবুল ঃ** যে হাদিস গ্রহণ করা হয় তাকে 'মাকবুল হাদিস' বলা হয়।

*** মারদুদ ঃ** যে হাদিস গ্রহণ করা হয় না তাকে 'মারদুদ হাদিস' বলা হয়।

*** মুহাদ্দিস ঃ** যে ব্যক্তি হাদিস চর্চা করেন এবং বহু সংখ্যক হাদিসের সানাদ ও মাতান সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান রাখেন তাঁকে 'মুহাদ্দিস্' বলে।

*** শাইখ ঃ** হাদিসের শিক্ষাদাতা রাবীকে 'শাইখ' বলে।

*** শাইখাইন ঃ** ইমাম বুখারী (রহ.) ও ইমাম মুসলিম (রহ.) এই দু'জনকে একত্রে 'শাইখাইন' বলা হয়।

*** হাফিজ ঃ** যিনি সানাদ ও মাতানের সকল বৃত্তান্তসহ ১ লক্ষ হাদিস মুখস্ত করেছেন তাকে 'হাফিজে হাদিস' বলা হয়।

*** হুজ্জাত ঃ** যিনি সানাদের ও মাতানের সকল বৃত্তান্তসহকারে ৩ লক্ষ হাদিস মুখস্ত করেছেন তাকে 'হুজ্জাত' বলা হয়।

*** হাকিম ঃ** যিনি সমস্ত হাদিস সানাদ ও মাতান সহকারে আয়ত্ব করেছেন তাকে 'হাকিম' বলে।

হাদিস গ্রহণ

ও

বর্জনের নীতি

গ্রহণযোগ্য হাদিস

গ্রহণযোগ্য হাদিস মূলত চার প্রকার ঃ ১. স্বহীহ্ লি-যাতিহী, ২. হাসান লি-যাতিহী, ৩. স্বহীহ্ লি-গইরিহী, ৪. হাসান লি-গইরিহী।

১। স্বহীহ্ লি-যাতিহী ঃ যে হাদিসের সানাদের ধারাবাহিকতা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত পূর্ণরূপে রক্ষিত আছে। কোনো স্তরেই কোনো রাবীর নাম বাদ পড়েনি এবং সেই রাবীদের স্মৃতি শক্তিও প্রখর। তারা বিশ্বস্ত ও আস্থাভাজন এবং তাঁদের বর্ণনা কোনো স্বহীহ্ হাদিসের বিরোধী হয় না এমন হাদিসকে স্বহীহ্ লি-যাতিহী বলা হয়।

২। হাসান লি-যাতিহী ঃ যে হাদিসের রাবীর গুণাগুণ স্বহীহ হাদিসের রাবীর গুণাগুণের মতই তবে স্বহীহ্ হাদিসের রাবীদের মতো প্রখর স্মৃতি শক্তির অধিকারী নয়, এমন হাদিসকে হাসান লি-যাতিহী বলা হয়। যেমন-মুজাহিদ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ فَثَوَّبَ رَجُلٌ فِى الظُّهْرِ اَوِ الْعَصْرِ قَالَ اخْرُجْ بِنَا فَاِنَّ هَاذِهِ بِدْعَةٌ.

আমি ইবনু ওমার ﵄ এর সাথে ছিলাম। এক ব্যক্তি যুহর কিংবা আস্বরের স্বলাতের জন্য তাসবীব (পুনরায় আহ্বান) করায় ইবনু ওমার ﵄ বললেন, "চলো আমরা এখান থেকে বেরিয়ে যাই, কারণ এটা বিদ'আহ্।" **-আবু দাউদ,** হাসান লি-যাতিহী, অধ্যায় ঃ ২, কিতাবুস্ স্বলাত, অনুচ্ছেদ ঃ ৪৫, আযানের পর স্বলাতের জন্য পুনরায় ডাকা প্রসঙ্গে, হাদিস # ৫৩৮।

২। স্বহীহ্ লি-গইরিহী ঃ এটি মূলত হাসান লি-যাতিহী কিন্তু হাসান লি-যাতিহী হাদিসটি যখন একাধিক সূত্রে বর্ণিত হবে তখন হাসান লি-যাতিহী হাদিসটি স্বহীহ্ লি-গইরিহী হয়ে যাবে। যেমন-আবু হুরায়রাহ্ ﵁ থেকে বর্ণিত,

اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَا وَضُوْءَ اِلَّا مِنْ صَوْتٍ اَوْ رِيْحٍ.

"রসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, (বায়ুর) শব্দ অথবা গন্ধ না পাওয়া পর্যন্ত পুনরায় অজু করার প্রয়োজন নাই।" **-মুসলিম,** হাসান লি-গইরিহী, অধ্যায় ঃ ৩, কিতাবুল হায়েয, অনুচ্ছে ঃ ২৬, পবিত্রতা সম্পর্কে নিশ্চিত বিশ্বাস থাকার পর অযু ভঙ্গের সন্দেহ দেখা দিলে ঐ অযু দিয়ে স্বলাত আদায় করার দালিল, হাদিস # ৯৮/৩৬১, ৯৯/৩৬২, **আবু দাউদ,** স্বহীহ্ লি-গইরিহী, অধ্যায় ঃ ১, কিতাবুত্ ত্বহারত, অনুচ্ছেদ ঃ ৬৮, বায়ু বের হওয়া সম্পর্কে সন্দেহ হলে, হাদিস # ১৭৬ ও ১৭৭, **তিরমিযী,** স্বহীহ্ লি-গইরিহী, অধ্যায় ঃ ১, কিতাবুত্ ত্বহারত, অনুচ্ছেদ ঃ ৫৬, বায়ু নির্গত হলে অযু করা সম্পর্কে, হাদিস # ৭৪ ও ৭৫, **ইবনে মাজাহ্,** স্বহীহ্ লি-গইরিহী, অধ্যায় ঃ ৭৪, কিতাবুত্ ত্বহারত, অনুচ্ছেদ ঃ বায়ু নির্গত হলেই কেবল অযু করা, হাদিস # ৫১৪, ৫১৫ ও ৫১৬ (হাদিসটি তিরমিযীর বর্ণনা)।

এই হাদিসটি মূলতঃ হাসান। কিন্তু হাদিসটি একাধিক সূত্রে বর্ণিত হওয়ায় তা স্বহীহ্ লি-গইরিহী হয়ে গিয়েছে। এই ধরণের হাদিসকে হাসান স্বহীহ্ও বলা হয়।

৪। হাসান লি-গইরিহী ঃ এটি মূলতঃ যঈফ হাদিস। কিন্তু যখন কোনো যইফ হাদিস একাধিক সূত্রে বর্ণিত হয় এবং হাদিসটির বর্ণনাকারীগণ ফাসিক্ব বা মিথ্যার দোষে-দোষী না হয়ে বরং স্মৃতিশক্তি দূর্বলতার কারণে যঈফ হয় এবং হাদিসটি যদি স্বহীহ্ ও হাসান হাদিসের বিরোধী না হয়, তবে এমন হাদিসকে হাসান লি-গইরিহী বলা হয়। এই ধরণের হাদিস গ্রহণযোগ্য। যেমন-আব্দুল্লাহ্ ইবনু ওমার ﵄ হতে বর্ণিত,

عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا كُنْتَ مَعَ الْإِمَامِ فَاقْرَأْ بِأُمِّ الْقُرْآنِ قَبْلَهُ إِذَا سَكَتَ.

"নিশ্চয়ই রসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি ইমামের সাথে থাকবে সে যেন তার আগেই সূরাহ্ ফাতেহা পাঠ করে নেয়, যখন ইমাম চুপ থাকবে (সাকতা করবে)..."
-কিতাবুল ক্বিরাত (ইমাম বায়হাক্বী), হাসান লি-গইরিহী, অধ্যায় ঃ ৮, হাদিস # ১৫৩, ১৫৪, ১৫৫।

সাকতার সময় ক্বিরাত পাঠ করার ১৫৩, ১৫৪, ১৫৫ হাদিস তিনটিই যঈফ (দূর্বল)। কারণ, প্রথম দুটি হাদিসের সানাদে 'মুসান্না ইবনু সাবাহ্' রয়েছেন আর তৃতীয় হাদিসের সানাদে 'ইবনু লাহিয়া' রয়েছেন। আর এরা দু'জনেই যঈফ (দূর্বল) বর্ণনাকারী। কিন্তু সানাদের 'মুসান্না ইবনু সাবাহ্' ও 'ইবনু লাহিয়া' নামক দু'জন রাবীকে যঈফ (দূর্বল) বলা হয় শুধুমাত্র স্মৃতিশক্তি দূর্বল হওয়ার কারণে। কিন্তু দু'জনেই সত্যবাদী হিসেবে পরিচিত। যেহেতু দু'জন বর্ণনাকারী একই কথা বলেছেন তাই বুঝে নিতে হবে যে, দু'জনেই স্মরণ রাখতে সক্ষম হয়েছেন। কারণ, দু'জন সত্যবাদী ব্যক্তি একই সাথে একই বিষয়ে ভুল বক্তব্য দিবেন এটা সম্ভব নয়। উসূলুল হাদিস অনুযায়ী এই ধরণের হাদিসকে মূলতঃ হাসান লি-গইরিহী বলা হয়। আর হাসান লি-গইরিহী হাদিস গ্রহণযোগ্য হাদিস।

অগ্রহণযোগ্য হাদিস

অগ্রহণযোগ্য হাদিস মূলতঃ দুই প্রকার- ক. মাওজু (জাল) হাদিস, খ. যঈফ (দূর্বল) হাদিস।

ক. মাওজু হাদিস ঃ মাওজু হাদিস বলা হয় ঐ হাদিসকে যে হাদিসটি রসূলুল্লাহ্ ﷺ এর নামে মিথ্যা ছড়ানো হয়েছে। যেমন- আনাস ইবনে মালিক ﵁ সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন,

قَالَ لِي النَّبِيُّ ﷺ إِذَا رَفَعْتَ رَأْسَكَ مِنَ السُّجُوْدِ فَلَا تُقْعِ كَمَا يُقْعِي الْكَلْبُ ضَعْ أَلْيَتَيْكَ بَيْنَ قَدَمَيْكَ وَأَلْزِقْ ظَاهِرَ قَدَمَيْكَ بِالْأَرْضِ.

"নাবী ﷺ আমাকে বলেছেন, তুমি সিজদাহ্ হতে তোমরা মাথা উত্তোলনের সময় কুকুরের ন্যায় বসবে না। তোমরা উভয় নিতম্ব (পাছা) দু পায়ের মাঝে রাখবে এবং তোমরা দু পায়ের পিঠ মাটির সঙ্গে মিশিয়ে রাখবে।" **-ইবনে মাজাহ্,** মাওজু, অধ্যায় ঃ ৫, কিতাবু ইক্বমাতিস্ স্বলাহ্, অনুচ্ছেদ ঃ ২২, দুই সিজদাহ্'র মাঝে বসা, হাদিস # ৮৯৬।

এই হাদিসটি জাল। কারণ, এই হাদিসের সানাদে 'আ'লাউ আবু মুহাম্মাদ' রয়েছে। যার সম্পর্কে ইবনে হিব্বান ও হাকিম বলেছেন সে আনাস সূত্রে বানোয়াট হাদিস বর্ণনা করতো। ইমাম বুখারী বলেন, সে হাদিস বর্ণনার ক্ষেত্রে পরিত্যাজ্য। ইবনুল মাদানী বলেন, সে হাদিস জাল করতো।

খ. যঈফ হাদিস ঃ এই ধরণের হাদিস প্রায় **১১** প্রকার ঃ

১. মুরসাল ঃ যে হাদিসের সনদে ইনক্বিতা (বিচ্ছিন্নতা) শেষের দিকে হয়েছে অর্থাৎ স্বহাবীর নাম বাদ পড়েছে এবং তাবিঈ সরাসরি রসূলুল্লাহ্ ﷺ এর নাম উল্লেখ করে হাদিস বর্ণনা করেছে, এমন হাদিসকে মুরসাল হাদিস বলে। এ ধরণের হাদিস গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ, তাবিঈতো রসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে সরাসরি শুনা সম্ভব নয়। আর ঐ তাবিঈ কি স্বহাবী থেকেই শুনেছিলেন না তারই মতো অন্যকোন তাবিঈ থেকে শুনেছেন তা জানা সম্ভব হচ্ছে না। এই কারণে, এই হাদিসটিতে সন্দেহ রয়েছে। সন্দেহ সম্পর্কে মহান আল্লাহ্ বলেন,

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اجْتَنِبُوْا كَثِيْرًا مِّنَ الظَّنِّ...

"হে ঈমানদারগণ; তোমরা অধিকাংশ ধারণা থেকে দূরে থাক...।" -সূরা হুজুরাত (৪৯), ১২।

এই আয়াত অনুযায়ী মুরসাল হাদিস গ্রহণযোগ্য নয়। যেমন- আবু রুহম সূত্রে বর্ণিত তিনি বলেন,

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ اَفْضَلِ الشَّفَاعَةِ اَنْ يُّشَفَّعَ بَيْنَ الْاِثْنَيْنِ فِى النِّكَاحِ.

"রসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, উত্তম সুপারিশ হচ্ছে বিয়ের জন্য দু'জনের সুপারিশ।" **-ইবনু মাজাহ্,** যঈফ, অধ্যায় ঃ ৯, কিতাবুন নিকাহ্, অনুচ্ছেদ ঃ ৪৯, বিবাহ দেয়ার জন্য সুপারিশ করা, হাদিস # ১৯৭৫।

এই হাদিসটি মুরসাল। সানাদে 'আবু রহম' তার নাম হলো 'আহযাব ইবনু উসাইদ'। ইমাম বুখারী বলেন, তিনি একজন তাবিঈ, তিনি স্বহাবী নন। তাই স্বহাবীর নাম না জানার কারণে উল্লেখিত হাদিসটি গ্রহণযোগ্য নয়।

২. স্মৃতিশক্তি দূর্বলতা ঃ যে হাদিসের সানাদে কোনো একজন রাবী তার স্মৃতি শক্তি খুব দূর্বল প্রমাণিত হলে তার বর্ণনাকৃত হাদিসটির প্রতি সন্দেহ থেকে যায়। কারণ বর্ণনাকারী ব্যক্তি আসলেই হাদিসটি মনে রাখতে পেরেছেন কি'না তাতে সন্দেহ থেকে

যায়। এই কারণে, এই ধরণের হাদিস গ্রহণযোগ্য নয়। মহান আল্লাহ্ বলেন,

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اجْتَنِبُوْا كَثِيْرًا مِّنَ الظَّنِّ...

"হে ঈমানদারগণ; তোমরা অধিকাংশ ধারণা থেকে দূরে থাক...।" -সূরা হুজুরাত (৪৯), ১২।

যেমন- আসমা বিনতু ইয়াজিদ হতে বর্ণিত,

كَانَ كُمُّ يَدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِلَى الرُّسْغِ.

"রসূলুল্লাহ্ ﷺ এর জামার হাতা ছিল কব্জি পর্যন্ত।" **-তিরমিযী,** যঈফ, অধ্যায় ঃ ২১, কিতাবুল জিহাদ, অনুচ্ছেদ ঃ ২৮, জামা প্রসঙ্গে, হাদিস # ১৭৬৫।

হাদিসটি যঈফ কারণ, সানাদে 'শাহর ইবনু হাউশাব' রয়েছে। তার স্মৃতি শক্তিতে দূর্বলতা রয়েছে। (তাহযিবুত্ তাহযিব)

৩. মুনকাতি ঃ যে হাদিসের সানাদের ধারাবাহিকতা রক্ষিত হয়নি, মাঝখানে কোনো স্তরে কোনো রাবীর নাম বাদ পড়েছে, তাকে মুনকাতি হাদিস বলা হয়। এই ধরণের হাদিসও গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ, তা আমাদের কাছে সুরক্ষিত হয়ে আসেনি। যেমন- আবু যার ؓ সূত্রে বর্ণিত তিনি বলেন,

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنِّىْ لَاَعْرِفُ كَلِمَةً وَقَالَ عُثْمَانُ اٰيَةً لَوْ اَخَذَ النَّاسُ كُلُّهُمْ بِهَا لَكَفَتْهُمْ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَيَّةُ اَيَّةٍ قَالَ

"রসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, আমি এমন একটি বাক্য জানি যা সকল মানুষ যদি গ্রহণ করে তাহলে সেটাই তাদের জন্য যথেষ্ট হবে। তারা বললেন, হে রসূলুল্লাহ্ ﷺ সেটা কোন আয়াত? তিনি ﷺ বললেন,

وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهٗ مَخْرَجًا.

"যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ্ তার জন্য পথ সুগম করে দিবেন।" **-ইবনু মাজাহ্,** যঈফ, অধ্যায় ঃ ৩৭, কিতাবুয যুহ্দ, অনুচ্ছেদ ঃ ২৪, আল্লাহ্'র ভীতি এবং তাক্বওয়া, হাদিস # ৪২২০।

কারণ সানাদে রাবী 'আবু সালিল' স্বহাবী আবু যার ؓ এর সাক্ষাত পাননি।

৪. মাতরুক ঃ যে হাদিসের রাবী সাধারণ কাজ-কর্মে মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করে বলে খ্যাত, তার বর্ণিত হাদিসকে মাতুরুক বলা হয়। এইরূপ হাদিস গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ লোকটি সত্যবাদি নয়। সত্যবাদী ছাড়া রসূলুল্লাহ ﷺ সংবাদ গ্রহণযোগ্য হবে না। এই সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন-

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِنْ جَائَكُمْ فَسِقٌّ بِنَبَاءٍ فَتَبَيَّنُوْا...

"হে ঈমানদারগণ; ফাসেকরা যদি তোমাদের কাছে কোন সংবাদ নিয়ে আসে তা প্রচার করার পূর্বে তা যাচাই করে নাও..." -সূরাহ্ হুজরাত (৪৯), ৬।

এই আয়াত অনুযায়ী ফাসেকদের কথা বিশ্বাস করা ঠিক নয়, যতক্ষণ না আমরা তা পরীক্ষা করে নেব। আর মিথ্যাবাদী তো অবশ্যই ফাসেক। তাই যে হাদিসের সানাদে কোন মিথ্যাবাদী থাকবে তার সূত্রে বর্ণিত হাদিস অন্য কোন সত্যবাদী থেকে না শুনা পর্যন্ত বিশ্বাস করা যাবে না। যেমন- "আবু বুরদা رَضِيَ اللهُ عَنْهُ এর পিতার সূত্রে বর্ণিত তিনি বলেন,

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم اِذَا جَمَعَ اللّٰهُ الْخَلَائِقَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اُذِنَ لِأُمَّتِي مُحَمَّدٍ بِالسُّجُوْدِ فَيَسْجُدُوْنَ لَهُ طَوِيْلًا ثُمَّ يُقَالُ ارْفَعُوْا رُؤُوْسَكُمْ قَدْ جَعَلْنَا عِدَّتَكُمْ فِدَاءَكُمْ مِنَ النَّارِ.

"রসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আল্লাহ সকল সৃষ্টিকে এক করবেন, তখন উম্মাতে মুহাম্মদী কে সিজদা করার আদেশ দেয়া হবে। তারা দীর্ঘক্ষণ সেজদারত থাকবে, অতঃপর বলা হবে তোমরা তোমাদের মাথা উত্তোলন কর, আমি তোমাদের সংখ্যা অনুপাতে জাহান্নামে ফিদা'আ করে দিয়েছি।" **-ইবনু মাজাহ্,** যঈফ, অধ্যায় ঃ ৩৭, কিতাবুয্ যুহ্দ, অনুচ্ছেদ ঃ ৩৪, মুহাম্মাদ ﷺ এর উম্মাতের গুণাবলী, হাদিস # ৪২৯১।

কারণ এর সানাদে আব্দুল আ'লা ইবনে আবি মুসাভির রয়েছে। তার সম্পর্কে ইয়াহইয়া ইবনু মাইন বলেছেন, সে মিথ্যুক। ইমাম বুখারী বলেছেন, সে মুনকারুল হাদিস। অতএব হাদিসটির সানাদে মিথ্যাবাদী থাকায় হাদিসটি মাতরুক (পরিত্যাজ্য)।

৫. মাজহুল হওয়া (অজ্ঞাত হওয়া) ঃ যে হাদিসের সানাদে এমন কোন রাবি পাওয়া যায়, যার পরিচয় জানা যায় না। এই ধরণের হাদিস গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ হাদিসটি কে বর্ণনা করেছে, তার পরিচয় না জানার কারণে বুঝা সম্ভব নয়, ঐ লোকটি কিরূপ ছিল। এ কারণে হাদিসটির প্রতি সন্দেহ থেকে যায়। আর সন্দেহজনিত হাদিস গ্রহণযোগ্য নয়। মহান আল্লাহ বলেন-

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اجْتَنِبُوْا كَثِيْرًا مِّنَ الظَّنِّ...

"হে ঈমানদারগণ; তোমরা অধিকাংশ ধারণা থেকে দূরে থাক...।" -সূরা হুজুরাত (৪৯), ১২।

যেমন- মু'আয رَضِيَ اللهُ عَنْهُ এর সঙ্গীগণ হতে বর্ণিত আছে,

اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ مُعَاذًا اِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ كَيْفَ تَقْضِي فَقَالَ

اَقْضِى بِمَا فِىْ كِتَابِ اللّٰهِ قَالَ فَاِنْ لَّمْ يَكُنْ فِىْ كِتَابِ اللّٰهِ؟ قَالَ فَبِسُنَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ فَاِنْ لَّمْ يَكُنْ فِىْ سُنَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ؟ قَالَ اَجْتَهِدُ رَاْيِىْ قَالَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ وَفَّقَ رَسُوْلَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ.

"রসূলুল্লাহ ﷺ মু'আযকে (রাঃ) ইয়েমেনে পাঠানোর সময় প্রশ্ন করেন তুমি কিভাবে বিচার করবে ? তিনি (মু'আয (রাঃ)) বললেন, আমি আল্লাহ'র কিতাব অনুযায়ী বিচার করবো। তিনি ﷺ বললেন, যদি আল্লাহ'র কিতাবে না পাওয়া যায় ? তিনি (মু'আয (রাঃ)) বললেন, তাহলে রসূলুল্লাহ ﷺ এর সুন্নাহ (হাদিস) অনুযায়ী বিচার করবো। তিনি ﷺ বললেন, রসূলুল্লাহ ﷺ এর সুন্নাতেও না পাও ? তিনি (মু'আয (রাঃ)) বললেন, আমার জ্ঞান-বুদ্ধি দিয়ে ইজতিহাদ (গবেষণা) করবো। তিনি ﷺ বললেন, সকল প্রশংসা সেই আল্লাহ'র যিনি আল্লাহ'র রসূলের প্রতিনিধিকে এরূপ যোগ্যতা দান করেছেন। **-তিরমিযি,** অধ্যায় ঃ ১৩, কিতাবুল আহ্কাম, অনুচ্ছেদ ঃ ৩, বিচার কিভাবে ফায়সালা করবে, হা. নং ১৩২৭।

হাদিসটি যঈফ (দূর্বল)। (১) বর্ণনাকারী মু'আয (রাঃ) এর সাথীগণ মাজহুল, (২) হারেস ইবনুল আমর "মাজহুল" (অপরিচিত) (মিযানুল ই'তিদাল, তাহযিবুত তাহযিব)। এ হাদিস সম্পর্কে ইমাম বুখারী বলেন, হাদিসটি সহিহ্ নয়। ইবনু হাযম বলেন, এ হাদিসটি বাতিল, এর কোনো ভিত্তি নেই (আত্-তালখীস্, পৃষ্ঠা ঃ ৪০১)।

৬. মুদাল্লিস্ ঃ যে হাদিসের রাবী নিজের প্রকৃত শাইখের (উস্তাদের) নাম উল্লেখ না করে তার উর্ধ্বতন শাইখের নামে এমনভাবে হাদিস বর্ণনা করেছেন যে, যেন তিনি নিজেই উর্ধ্বতন শাইখের নিকট হাদিসটি শুনেছেন। অথচ তিনি ঐ হাদিসটি ঐ শাইখের থেকে শুনেননি এবং রাবীর দোষ গোপন করেন বর্ণনা করেন, এধরণের হাদিসকে মুদাল্লিস হাদিস বলা হয়। এরূপ করাকে তাদলিস্ বলে, আর যিনি এরূপ করেন তাকে মুদাল্লিস বলে। মুদাল্লিস হাদিস গ্রহণযোগ্য নয়। যে পর্যন্ত না এরূপ জানা যায় যে, তিনি একমাত্র সিকাহ্ (নির্ভরযোগ্য) রাবী থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন এবং রাবীটি গ্রহণযোগ্য। যেমন-আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত,

قَدِمَ الزَّيْدُ بْنُ حَارِثَةَ الْمَدِيْنَةَ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِىْ بَيْتِىْ فَاَتَاهُ فَقَرَعَ الْبَابَ فَقَامَ اِلَيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عُرْيَانًا يَجُرُّ ثَوْبَهُ وَاللّٰهِ مَا رَاَيْتُهُ عُرْيَانًا قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ فَاعْتَنَقَهُ وَقَبَّلَهُ.

যাইদ ইবনু হারিসা (রাঃ) মাদীনায় এলেন। তখন রসূলুল্লাহ্ ﷺ আমার ঘরে ছিলেন। যাইদ (দেখা করার জন্য) তাঁর ﷺ এর কাছে এলেন এবং দরজায় টোকা মারলেন।

রসূলুল্লাহ্ ﷺ খালি গায়ে কাপড় টানতে-টানতে তার নিকটে গেলেন। আল্লাহ্'র শপথ আমি তাঁকে ﷺ আগে বা পরে কখনও খালি গায়ে দেখিনি। তারপর তিনি ﷺ যাইদের সাথে কোলা-কুলি করলেন এবং তাঁকে চুমু দিলেন।" **-তিরমিযী,** যঈফ, অধ্যায় ঃ ৪০, সম্মতি প্রার্থনা, অনুচ্ছেদ ঃ ৩২, কোলাকুলি ও চুম্বন করা, হাদিস # ২৭৩২।

এই হাদিসটি যঈফ। কারণ, সানাদের মধ্যে বর্ণনাকারী 'মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক্ব' রয়েছে। আর তিনি হচ্ছেন প্রসিদ্ধ মুদাল্লিস অর্থাৎ তিনি রাবী'র দোষ গোপন করে হাদিস বর্ণনা করে থাকেন (মিযানুল ই'তিদ্বাল)। যে কারণে হাদিসটি যঈফ।

৭. মুজত্বরিব ঃ যে হাদিসের রাবী স্বহীহ্ সানাদের বিপরীতমূখী বক্তব্য দিয়েছে, অথচ দু'টি বর্ণনাকে কোনভাবেই সমন্বয় করা সম্ভব নয় এমন হাদিসকে মুজত্বরিব হাদিস বলা হয়। এ সকল হাদিস গ্রহণযোগ্য নয়। হাদিস মুজত্বরিব হওয়ার জন্য দু'টি শর্ত রয়েছে-

(ক) এরূপ বিভিন্ন সানাদে হাদিস বর্ণিত হওয়া যার মধ্যে সমন্বয় সাধন অসম্ভব।
(খ) বর্ণনাগুলো মানগত দিক দিয়ে সমমর্যাদা সম্পন্ন। দু'টি বর্ণনার কোন একটিকে অপরটির উপর প্রাধান্য দেয়া সম্ভব নয়।

মুজত্বরিব হাদিস দুই ভাগে বিভক্ত ঃ ক. মুজত্বরিবুল মাতান, খ. মুজত্বরিবুস্ সানাদ।

মুজত্বরিবুল মাতান ঃ যে হাদিসের মূল বক্তব্যে ইজত্বরিব ঘটে।

ফাতিমা বিনতে ক্বায়েস ﷺ সূত্রে বর্ণিত,

سَمِعْتُهُ تَعْنِىْ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ لَيْسَ فِى الْمَالِ حَقٌّ سِوَى الزَّكٰةِ.

"তিনি নাবী ﷺ কে বলতে শুনেছেন যাকাত ছাড়া সম্পদে অন্য কোন হাক্ব নেই।" **-ইবনে মাজাহ্,** যঈফ, অধ্যায় ঃ ৮, কিতাবুয্ যাকাত, অনুচ্ছেদ ঃ ৩, যে মালের যাকাত আদায় করা হয় তা পুঞ্জিভূত সম্পদ নয়, হাদিস # ১৭৮৯।

এই হাদিসটি মুজত্বরিব। কারণ অন্য জায়গায় একই রাবী হতে বর্ণিত হাদিসটি বিপরীত রয়েছে। "ফাতিমা বিনতে ক্বায়েস ﷺ বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন,

سُئِلَ النَّبِىُّ ﷺ عَنِ الزَّكٰةِ ؟ فَقَالَ اِنَّ فِى الْمَالِ لَحَقًّا سِوَى الزَّكٰةِ...

যাকাত সম্পর্কে রসূলুল্লাহ্ ﷺ কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, সম্পদের মধ্যে যাকাত ছাড়াও নিশ্চয়ই গরীবদের অধিকার রয়েছে।" **-তিরমিযী,** যঈফ, অধ্যায় ঃ ৫, কিতাবুয্ যাকাত, অনুচ্ছেদ ঃ ২৭, যাকাত ছাড়াও সম্পদে আরো প্রাপ্য আছে, হাদিস # ৬৫৯ ও ৬৬০।

এই দু'টি হাদিসের মাঝে কোনোভাবেই সমন্বয় করা সম্ভব নয়। যেহেতু দু'টি হাদিস

থেকে কোনো সিদ্ধান্তেই আসা সম্ভব হচ্ছে না, তাই এই দু'টি হাদিস গ্রহণ করা যাচ্ছে না।

৮. মুদরজ ঃ যে হাদিসের মধ্যে রাবী নিজের অথবা অপরের উক্তিকে অনুপ্রবেশ করিয়েছেন, সে হাদিসকে মুদরজ হাদিস বলা হয় এবং এরূপ করাকে ইদরজ বলা হয়। এসকল হাদিস গ্রহণযোগ্য নয়। যেমন- হাসান (রহ.) হতে বর্ণিত,

عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ تَذَاكَرَا فَحَدَّثَ سَمُرَةُ بْنُ جُنْدُبٍ اَنَّهُ حَفِظَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ سَكْتَتَيْنِ سَكْتَةً اِذَا كَبَّرَ وَسَكْتَةً اِذَا فَرَغَ قِرَائَتِهِ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّيْنَ...

"একদা সামুরা বিন জুনদুব ও ইমরান ইবনু হুসাইন ﷺ পরস্পর আলোচনা প্রসঙ্গে সামুরা ﷺ বর্ণনা করেন, তিনি রসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে স্বলাতের দু'স্থানে চুপ (দু' সাকতা) সম্পর্কিত কথা মনে রেখেছি। প্রথম চুপ থাকার স্থান (সাকতা করার স্থান) হল ইমাম তাকবীরে তাহরীমার বলার পর থেকে ক্বিরাত শুরু করার পূর্ব পর্যন্ত। **আর দ্বিতীয় সাকতা হচ্ছে "গইরিল মাগ্বদ্বুবি আলাইহিম ওয়ালাদ্-দ্বাল্লীন" বলার পর..."** -**আবু দাউদ,** অধ্যায় ঃ ২, কিতাবুস্ সলাত, অনুচ্ছেদ ঃ ১২৩, স্বলাতের শুরুতে চুপ থাকা, হাদিস # ৭৭৯।

উল্লেখিত হাদিসটির কিছু অংশ মুদরজ। **কারণ, ইমামের সূরাহ্ ফাতিহা পাঠ করার পর সাকতা করার কথাটি "সানাদের অন্যতম রাবী" কাতাদাহ্ (রহ.) এর কথা যা সামুরা বিন জুনদুব ﷺ এর কথা বলে চালিয়ে দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। এই ধরণের হাদিসকে মুদরজ (অর্থাৎ একজনের কথা আরেকজনের সাথে জুড়ে দেয়া) বলা হয় । এটা যে আসলেই কাতাদাহ্ (রহ.) এর কথা তা বুঝতে নিম্নোক্ত হাদিসটি লক্ষ্য করুন,**

সামুরা বিন জুনদুব ﷺ থেকে বর্ণিত,

قَالَ سَكْتَتَانِ حَفِظْتُهُمَا عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاَنْكَرَ ذٰلِكَ عِمْرَانُ بْنُ الْحُصَيْنِ فَكَتَبْنَا اِلٰى اُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ بِالْمَدِيْنَةِ فَكَتَبَ اَنَّ سَمُرَةَ قَدْ حَفِظَ قَالَ سَعِيْدٌ فَقُلْنَا لِقَتَادَةَ مَا هَتَانِ السَّكْتَتَانِ قَالَ اِذَا دَخَلَ فِيْ صَلَاتِهِ وَاِذَا فَرَغَ مِنَ الْقِرَائَةِ ثُمَّ قَالَ بَعْدُ وَاِذَا قَرَاَ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّيْنَ...

"তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে চুপ থাকার (সাক্তা করার) দু'টি স্থান মনে

রেখেছি। ইমরান ইবনু হুসাইন ﷺ তা অস্বীকার করেন। আমরা এ বিষয়টি মাদীনাতে ওবাই ইবনু কা'ব (রা.) কে লিখে জানালাম। তিনি (ওবাই ইবনু কা'ব ﷺ) সামুরা বিন জুনদুব ﷺ বিষয়টি মনে রেখেছেন। **সাঈদ (রহ.) বলেন, আমি কাতাদাহ্ (রহ.) কে জিজ্ঞেস করলাম, সেই চুপ থাকার (সাকতা করার) স্থান দু'টি কি কি? কাতাদাহ্ (রহ.) বলেন, যখন তিনি ﷺ তাঁর স্বলাত শুরু করতেন এবং যখন ক্বিরাত পাঠ শেষ করতেন। অতঃপর তিনি বলেন, যখন "গইরিল মাগ্বদ্বুবি আলাইহিম ওয়ালাদ্-দ্বাল্লীন" পাঠ করা শেষ করতেন...।"** **-ইবনু মাজাহ্,** অধ্যায় ঃ ৫, কিতাবু ইক্বামাতিস্ স্বলাহ্, অনুচ্ছেদ ঃ ১২, ইমামের জন্য দু'টি সাকতা, হাদিস # ৮৪৪।

এই হাদিসটি থেকে বুঝা যায়, সূরাহ্ ফাতিহা পাঠ করার পর ইমামের চুপ থাকা বা সাকতা করার কথাটি সামুরা বিন জুনদুব (রা.) এর নয়, বরং কাতাদাহ্ (রহ.) এর কথা, যা কি'না সামুরাহ্ বিন জুনদুব (রা.) এর কথা বলে চালিয়ে দেয়া হয়েছে। যে কারণে, হাদিসটি যঈফ। এ ধরণের হাদিস উসূলুল হাদিস অনুযায়ী গ্রহণযোগ্য নয়।

৯. মুদাল ঃ যে হাদিসের মাঝে দুই বা ততোধিক রাবীর বিলুপ্তি ঘটেছে এমন হাদিসকে মুদাল হাদিস বলা হয়। এই ধরণের হাদিস গ্রহণযোগ্য নয়। যেমন- "ইমাম মালিক (রহ.) আবু হুরাইরাহ্ ﷺ হতে বর্ণনা করেন,

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِلْمَمْلُوْكِ طَعَامُهُ وَكِسْوَتُهُ بِالْمَعْرُوْفِ وَلَا يُكَلَّفُ مِنَ الْعَمَلِ اِلَّا مَا يُطِيْقُ.

"রসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, দাস-দাসিকে ঠিকমতো খাদ্য ও পোশাক দিতে হবে। তাহার দ্বারা এমন কাজ নেয়া যাবে না, যাহা তার ক্ষমতার বহির্ভূত।" **-মুয়াত্তা মালিক,** যঈফ, অধ্যায় ঃ ৫৪, ঘরে প্রবেশ করার অনুমতি গ্রহণ করার বিষয়, অনুচ্ছেদ ঃ ১৬, দাস-দাসীর সহিত নম্র ব্যবহার, হাদিস # ৪০।

এই রেওয়ায়েতটি মালিক থেকে মুদাল হয়েছে। এই রেওয়ায়েতটি মুদাল হওয়ার কারণ হচ্ছে ইমাম মালিক স্বহাবী আবু হুরাইরাহ্ ﷺ থেকে হাদিস শোনা সম্ভব নয়। মাঝখানে দুইজন রাবী (বর্ণনাকারী) বাদ পড়েছে। এ জন্যই হাদিস গ্রহণযোগ্য নয়।

১০. শায ঃ যে হাদিসটি কোন গ্রহণযোগ্য ব্যক্তি তাঁরই মত অন্য গ্রহণযোগ্য এক বা একাধিক ব্যক্তির বিরোধীতা করে বর্ণনা করেছে সে হাদিসকে শায হাদিস বলা হয়। এই ধরণের হাদিস গ্রহণযোগ্য নয়। আলকামাহ্ (রহ) ওয়াইল ﷺ থেকে হাদিস বর্ণনা করতেন,

قَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ وَائِلٍ اَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَلَمَّا قَرَءَ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ

عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّيْنَ قَالَ : اٰمِيْنَ خَفَضَ بِهَا صَوْتَهُ.

"নিশ্চয়ই তিনি শুনেছেন ওয়াইল ﵁ থেকে। তিনি ﵁ রসূলুল্লাহ্ ﷺ এর সাথে স্বলাত আদায় করেছেন। যখন তিনি ﷺ 'গইরিল মাগদূবী আলাইহীম ওয়ালাদ্ দ্বাল্লীন' পড়েছেন তখনই আমিন নিচুশব্দে বলেছেন।" **-বায়হাক্বী (সুনানুল কুবরা),** যঈফ, অধ্যায় ঃ কিতাবুস্ স্বলাহ্, অনুচ্ছেদ ঃ ১৬২, ইমামের জোরে আমীন বলা, হাদিস # ২৪৪৭।

এই হাদিসটি শা'য হওয়ার কারণ হচ্ছে, অন্যান্য বর্ণনাকারীগণ বলেছেন ওয়াইল ﵁ রসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে জোরে আমীন বলার হাদিস বর্ণনা করেছেন। প্রমাণিত হয় যে, রসূলুল্লাহ্ ﷺ জোরে আমীন বলতেন। হাদিসটি লক্ষ্য করুন, ওয়াইল বিন হুজর ﵁ হতে বর্ণিত,

اَنَّهُ صَلَّى خَلْفَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَجَهَرَ بِاٰمِيْنَ...

"তিনি রসূলুল্লাহ্ ﷺ এর পেছনে স্বলাত আদায় করেছেন তাতে তিনি ﷺ স্বশব্দে আমীন বলেছেন..." **-আবু দাউদ,** স্বহীহ্, অধ্যায় ঃ ২, কিতাবুস্ স্বলাহ্ অনুচ্ছেদ ঃ ১৭২, ইমামের পেছনে আমীন বলা, হাদিস # ৯৩৩, **দারিমী,** স্বহীহ্, অধ্যায় ঃ ২, কিতাবুস্ সলাহ্, অনুচ্ছেদ ঃ ৩৯, জোরে আমীন বলা, হাদিস # ১২৪৭ (হাদিসটি আবু দাউদের বর্ণনা)।

এখন আমরা ওয়াইল ﵁ এর বর্ণিত কোন হাদিসটির উপর আ'মাল করব? রসূলুল্লাহ্ ﷺ কি জোরে আমীন বলতেন না'কি নীরবে আমীন বলতেন? যেহেতু অধিকাংশ বর্ণনাকারী বলেছেন, ওয়াইল ﵁ রসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে জোরে আমীনের হাদিস বর্ণনা করেছেন। তাহলে বুঝা যাচ্ছে যে, ওয়াইল ﵁ আসলেই জোরে আমীনের হাদিসই বর্ণনা করেছেন, নীরবে আমিন বলার হাদিস বর্ণনা করেননি। কারণ, অধিকাংশ রাবী (বর্ণনাকারী) স্বাক্ষ্যর ক্ষেত্রে ভুল বর্ণনা করা সম্ভব নয়, বরং কম সংখ্যক রাবীই ভুল বর্ণনা করবে, যুক্তিও তাই বলে। **আরও বুঝতে হবে যে, "ওয়াইল ﵁ এর বর্ণিত যে হাদিসে নীরবে আমীন বলতে বলা হচ্ছে সেই হাদিসে শু'বাহ্ নামে একজন বর্ণনাকারী রয়েছেন মূলতঃ এই শু'বাহ্-ই ভুল করে নীরবে আমীন বলতে হবে এই কথাটি বর্ণনা করেছেন ওয়াইল ﵁ নয়"** এই কথাটি ইমাম বুখারী বর্ণনা করেছে, **(তিরমিযী,** অধ্যায় ঃ ২, কিতাবুস্ স্বলাহ্, অনুচ্ছেদ ঃ ৭২, আমীন বলা সম্পর্কে)। তাই হাদিসটি শায বলে পরিগণিত

হচ্ছে। আর শায হাদিস উসূলুল হাদিস (হাদিসের মূলনীতি) অনুযায়ী গ্রহণযোগ্য নয়।

১১. মুআল্লাক ঃ যে হাদিসের সানাদের শুরুতে একজন বা একাধিক বর্ণনাকারীর নাম উল্লেখ করা হয়নি সে হাদিসকে মুআল্লাক হাদিস বলা হয়। অর্থাৎ সানাদের সকল বর্ণনাকারীদের নাম উল্লেখ না করে এরূপ বলা যে, রসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন অথবা স্বহাবী বা তাবেয়ী ছাড়া আর কারো নাম উল্লেখ না করা। এই ধরণের হাদিস গ্রহণযোগ্য নয়।

মুসলিমদের লক্ষ্য ও কর্মসূচি যেমন হওয়া উচিৎ

লক্ষ্য

আল্লাহ্'র সন্তুষ্টি অর্জন[১] ও তাঁর ক্ষমা পাওয়ার মাধ্যমে জান্নাত অর্জন করা[২] এবং জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাওয়া।[৩]

১। আল্লাহ্'র সন্তুষ্টি অর্জন ঃ এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ্ বলেন,

يَهْدِىْ بِهِ اللّٰهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهٗ سُبُلَ السَّلٰمِ وَيُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ بِاِذْنِهٖ وَيَهْدِيْهِمْ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ.

"যা দ্বারা (কুরআন দ্বারা) আল্লাহ্ শান্তির পথ প্রদর্শন করেন **যে তাঁর (আল্লাহ্'র) সন্তুষ্টি অর্জন করতে চায়।** আর তাঁর (আল্লাহ্'র) ইচ্ছায় তাদেরকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে বের করে নিয়ে আসেন এবং তাদেরকে সঠিক পথে পরিচালিত করেন।" -সূরাহ্ মায়িদাহ্ (৫), ১৬।

এ আয়াত থেকে বুঝা গেল, যে ব্যক্তি আল্লাহ্'র সন্তুষ্টি অর্জন করতে চায় তাঁকে আল্লাহ্ শান্তির ও আলোর পথে পরিচালিত করেন। তাই আমাদের প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিৎ আল্লাহ্'র সন্তুষ্টি অর্জন করা।

২। তাঁর ক্ষমা পাওয়ার মাধ্যমে জান্নাত অর্জন করা ঃ এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ্ বলেন,

سَبِقُوْٓا اِلٰى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ...

"তোমরা এগিয়ে যাও তোমাদের রবের ক্ষমা ও জান্নাতের দিকে যার প্রশস্ততা আকাশ ও পৃথিবীর মত..." -সূরাহ্ হাদীদ (৫৭), ২১।

এ আয়াত থেকে বুঝা যায়, আল্লাহ্'র ক্ষমা পাওয়া এবং জান্নাত অর্জন করাকে আমাদের অন্যতম একটি লক্ষ্য নির্ধারণ করতে হবে।

৩। **জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাওয়া ঃ** এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ্ বলেন,

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا...

"হে ঈমানদারগণ, **তোমরা নিজেদেরকে ও তোমাদের পরিবারকে জাহান্নাম থেকে বাঁচাও...**" -সূরাহ্ তাহরীম (৬৬), ৬।

এ আয়াত থেকে বুঝা যায়, আমাদের জাহান্নাম থেকে বাঁচা লক্ষ্য নির্ধারণ করতে হবে।

কর্মসূচি

ক. শিরক্[১], কুফর[২] ও বিদ'আহ্[৩] থেকে নিজেরা বেঁচে থাকা এবং অন্যদেরকে বাঁচানোর চেষ্টা করা[৪]

১। **শিরক ঃ** এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ্ বলেন,

اِنَّ اللّٰهَ لَايَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذَالِكَ لِمَنْ يَّشَاءُ...

"নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তাঁর সাথে শিরক্ করাকে ক্ষমা করেন না। এটা ছাড়া তার (শিরক্) নিম্ন পর্যায়ের গুনাহ্ যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন..." -সূরাহ্ নিসা (৪), ৪৮,১১৬।

যেহেতু আমাদের লক্ষ্য আল্লাহ্'র শাস্তি থেকে ক্ষমা পাওয়া, তাই এই ক্ষমা পেতে হলে আল্লাহ্'র সাথে শিরক্ করা থেকে বিরত থাকতে হবে। তা না হলে আল্লাহ্'র কাছে আমরা ক্ষমা পাব না। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ্ আরও বলেন,

...اِنَّهٗ مَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَاْوٰهُ النَّارُ...

"...নিশ্চয়ই যে কেহ আল্লাহ্'র সাথে শিরক্ করবে তার জন্য আল্লাহ্ জান্নাত হারাম করে দিবেন এবং তার স্থান জাহান্নাম..." -সূরাহ্ মায়িদাহ্ (৫), ৭২।

যেহেতু আমাদের লক্ষ্য জান্নাত হাসিল করা এবং জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাওয়া তাই এই লক্ষ্য পূরণ করতে হলে আল্লাহ্'র সাথে শিরক্ করা থেকে বিরত থাকতে হবে। তা না হলে আমরা আল্লাহ্'র ক্ষমা এবং জান্নাত পাব না। বরং আমাদের জাহান্নামে যেতে হবে। তাই আমাদের কর্মসূচি হওয়া উচিৎ শিরক্ করা থেকে বিরত থাকা।

২। **কুফর ঃ** এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ্ বলেন,

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ثُمَّ مَاتُوْا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يَّغْفِرَ اللّٰهُ لَهُمْ.

"নিশ্চয়ই যারা (আল্লাহ্ সাথে) কুফুরি করে এবং আল্লাহ্'র পথে চলতে বাঁধা দেয় আর এভাবেই কাফির অবস্থায় মারা যায় তাদেরকে আল্লাহ্ কক্ষনো ক্ষমা করবেন না।" -সূরাহ্ মুহাম্মাদ (৪৭), ৩৪।

যেহেতু আমাদের লক্ষ্য আল্লাহ্'র কাছ থেকে ক্ষমা পাওয়া তাই এই লক্ষ্য অর্জন করতে হলে আমাদেরকে অবশ্যই আল্লাহ্'র সাথে কুফুরি করা থেকে বিরত থাকতে হবে। তা না হলে আমরা কক্ষনো আল্লাহ্'র কাছ থেকে ক্ষমা পাব না। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ্ আরও বলেন,

ذَالِكَ جَزَائُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوْا...

"এটাই তাদের প্রতিফল জাহান্নাম কারণ তারা কুফুরী করেছে..." -সূরাহ্ কাহ্ফ (১৮), ১০৬।

যেহেতু আমাদের লক্ষ্য জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাওয়া, তাই আমাদের এই জাহান্নাম থেকে মুক্তি পেতে হলে অবশ্যই আল্লাহ্'র সাথে কুফ্রি করা থেকে বিরত থাকতে হবে। অতএব, বুঝে নিতে হবে যে, কুফ্রি থেকে বেঁচে থাকা আমাদের কর্মসূচি হওয়া উচিৎ।

৩। **বিদ'আহ ঃ** এ সম্পর্কে জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ্ رضي الله عنه হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ صلى الله عليه وسلم খুৎবাহ্'য় বলতেন,

...كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِى النَّارِ...

"...সকল (দ্বীনের নামে) বিদ'আহ্-ই গুমরাহী এবং সকল গুমরাহীর পরিণাম জাহান্নাম..." **-নাসাঈ,** স্বহীহ্, অধ্যায় ঃ ১৯, উভয় ঈদের স্বলাত, অনুচ্ছেদ ঃ ২২, খুৎবাহ্ কেমন হবে, হাদিস # ১৫৭৮।

যেহেতু আমাদের লক্ষ্য জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাওয়া তাই এই জাহান্নাম থেকে মুক্তি পেতে হলে অবশ্যই আমাদের দ্বীনের নামে বিদ'আহ্ থেকে বেঁচে থাকতে হবে। অতএব, বুঝে নিতে হবে যে, দ্বীনের নামে বিদ'আহ্ থেকে বেঁচে থাকা আমাদের কর্মসূচি হওয়া উচিৎ।

৪। **অন্যদেরকে বাঁচানোর চেষ্টা করা ঃ** এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ্ বলেন,

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا...

"হে ঈমানদারগণ; **তোমরা নিজেদেরকে ও তোমাদের পরিবারকে জাহান্নাম থেকে বাঁচাও...**" -সূরাহ্ তাহ্রীম (৬৬), ৬।

যেহেতু আমাদের লক্ষ্য নিজেদেরকে জাহান্নাম থেকে বাঁচানো তাই এই আয়াত অনুযায়ী নিজেদেরকে জাহান্নাম থেকে বাঁচাতে হলে অন্যদেরকেও জাহান্নাম থেকে বাঁচানোর চেষ্টা করতে হবে। তাই আমাদের কর্মসূচি হওয়া উচিৎ অন্যদেরকে জাহান্নাম থেকে বাঁচানোর চেষ্টা করা। অর্থাৎ অন্যদেরকেও শিরক্, কুফর ও বিদ'আহ্ থেকে বাঁচানোর চেষ্টা করা।

খ. কুরআন-হাদীস এবং স্বহাবীগণের দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে ইসলামী জ্ঞান অর্জন করা

এ সম্পর্কে আব্দুল্লাহ্ ইবনু আমর ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন,

...وَإِنَّ بَنِىْ إِسْرَائِيْلَ تَفَرَّقَتْ عَلٰى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِيْنَ مِلَّةً وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِىْ عَلٰى ثَلَاثٍ وَسَبْعِيْنَ مِلَّةً كُلُّهُمْ فِى النَّارِ إِلَّا مِلَّةً وَاحِدَةً قَالُوْا مَنْ هِىَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ؟ قَالَ مَا انَا عَلَيْهِ وَاَصْحَابِىْ.

"আমার উম্মাহ ৭৩ দলে বিভক্ত হবে। শুধু একটি দল ছাড়া তাদের সবাই (৭২ দল) জাহান্নামে যাবে। তাঁরা (স্বহাবীগণ) বললেন হে আল্লাহ্র রাসূল ﷺ সে দলটি কোনটি ? তিনি ﷺ বললেন আমি ও আমার স্বহাবীগণ যার উপর প্রতিষ্ঠিত (সে দলটি জান্নাতে যাবে)।" **-তিরমিযী,** হাসান, অধ্যায় ঃ ৩৮, কিতাবুল ঈমান, অনুচ্ছেদ ঃ ১৮, এই উম্মাতের অনৈক্য, হাদিস # ২৬৪১।

এ হাদিসে রসূলুল্লাহ্ ﷺ স্পষ্টভাবে বলেছেন, তাঁর উম্মাহ্ ৭৩ দলে বিভক্ত হবে। তাঁদের একটি দল ছাড়া ৭২ দলই জাহান্নামে যাবে। সে একটি দলের পরিচয় রসূলুল্লাহ্ ﷺ দিয়েছেন, যে দলটি আমার (অর্থাৎ কুরআন ও হাদিস) এবং আমার স্বহাবীদের পথে রয়েছে অর্থাৎ কুরআন-হাদিস এবং তাঁর স্বহাবীদের পথে থাকলেই জান্নাত নিশ্চিত।

যেহেতু আমাদের লক্ষ্য, জান্নাত পাওয়া এবং জাহান্নাম থেকে বাঁচা, এই লক্ষ্য অর্জন করতে হলে অবশ্যই কুরআন, হাদিস এবং স্বহাবীগণের দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে চলতে হবে। তাই আমাদের কর্মসূচি হওয়া উচিৎ কুরআন-হাদীস এবং স্বহাবীগণের দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে ইসলামী জ্ঞান অর্জন করা।

গ. কুরআন ও গ্রহণযোগ্য হাদিসের ভিত্তিতে মুসলিমদের ঐক্যবদ্ধ করা

এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ্ বলেন,

وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا وَّلَا تَفَرَّقُوْا...

"তোমরা আল্লাহ'র **হাবলকে (কুরআন ও হাদিসকে) ঐক্যবদ্ধ হয়ে আঁকড়ে ধর...**"
-সূরাহ্ আলি-ইমরান (৩), ১০৩।

যেহেতু আমাদের লক্ষ্য আল্লাহ্'র সন্তুষ্টি অর্জন করা তাই আল্লাহ্'র কথাকে মেনে আমাদেরকে কুরআন ও হাদিস অনুযায়ী ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। এ জন্য আমাদের কর্মসূচি হওয়া উচিৎ কুরআন ও গ্রহণযোগ্য হাদিসের ভিত্তিতে মুসলিমদের ঐক্যবদ্ধ করা।

অতএব, আল্লাহ্'র সন্তুষ্টি কামনায় এই লক্ষ্য ও কর্মসূচিকে বাস্তবায়ন করতে সকল মুসলিমকে এগিয়ে আসা উচিৎ। আল্লাহ্ আমাদের সহায় হউন, আমীন।

-ঃ সমাপ্ত ঃ-

গবেষকের প্রকাশিত বইসমূহ

- আমাদের মাযহাব কি বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত ?
- কাফির বলার প্রয়োজনীয়তা ও নিয়ম
- একই দিনে সকল মুসলিমকে অবশ্যই সওম (রোজা) ও ঈদ পালন করতে হবে
- রসূলুল্লাহ্ ﷺ কে যেভাবে ভালবাসতে হবে এবং তাঁকে ﷺ কটাক্ষকারীর বিধান
- সংশয়কারীদের সংশয় নিরসণ, আল্লাহ্ কোথায়?
- হাদিস কি আল্লাহ্'র ওয়াহী? কুরআন কি বলে...
- বিভ্রান্তি নিরসণে ওয়াহীর আলোকে দাজ্জাল
- ...রসূলদের মাঝে আমরা কোন পার্থক্য করিনা...

কোন মুসলিম ভাই যদি প্রকাশিত বইগুলো কোন রকম সংযোজন-বিয়োজন ছাড়া নিজ খরচে বিনামূল্যে বিতরণের জন্য আগ্রহী হন তাহলে নিম্নোক্ত মোবাইল নাম্বারে যোগাযোগ করুন-

০১৬৮১৫৭৯৮৯৮ (আরিফ)

০১৯১৩৭১৮৮৬৪ (মিন্টু)

গবেষকের অনবদ্য সৃজনশীলমূলক গবেষণা

খুব শীঘ্রই বাজারে আসছে ইনশাআল্লাহ্

স্বলাতে ইমামের পেছনে

সূরাহ্ ফাতিহা পাঠ ও সাকতা প্রসঙ্গে